RNI No. 71057/96

কচ্ছপ
যোদ্ধাদের গল্প
এবার
বিশ্বমঞ্চে

Bengali fortnightly newspaper

# পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

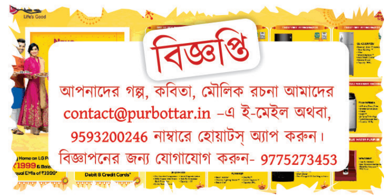


বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ২২ অগাস্ট - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 17, Cooch Behar, Friday, 22 August - 4 September, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

## নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে বিক্ষোভ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**দিনহাটা:** পুরনো খুনের মামলায় হাজিরা দিতে এসে ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও হেনস্থার মুখে পড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং বর্তমান বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। দিনহাটা মহকুমা আদালতে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আদালত চত্বর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিশীথের কনভয় লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয়, ছোড়া হয় ডিম ও পাথরও। 'গো ব্যাক' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে দিনহাটার রাস্তাঘাট। সূত্রের খবর, ২০১৮ সালে গীতালদহে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আবুমিয়ার খুনের ঘটনায় নিশীথ প্রামাণিক-সহ মোট ৪১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ চার্জশিট জমা দেয় ২৪ জনের নামে, যার মধ্যে রয়েছে নিশীথের নামও। সেই মামলায় এদিন দুপুরে আদালতে হাজিরা দেন তিনি।

হাজিরা শেষে প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, "আমার নামে যে মামলা হয়েছে, সেই মামলায় আজ পর্যন্ত দেশে কারো শাস্তি হয়নি। আমার বিশ্বাস, একদিন আমি-ও এই মামলা থেকে মুক্তি পাব।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "দিনহাটায় আইনের শাসন কার্যত নেই,"—এই মন্তব্য করে নিজের কনভয়ে হামলার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, "কোচবিহারের মানুষকে বিজেপি নেতারা রোহিঙ্গা বলে অপমান করেছেন। সেই সভায় নিশীথ প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন। যারা বাঙালিদের অপমান করে, তাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ চলবে।"

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদালত চত্বরে আগে থেকেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে আগামী দিনে আরও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

## জন্মাষ্টমীতে ৯০টি কীর্তনীয়া দলকে বাদ্যযন্ত্র উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**দিনহাটা:** জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে দিনহাটার ৯০টি কীর্তনীয়া দলকে নতুন হারমোনিয়াম, খোল ও করতাল উপহার দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

১৬ অগাস্ট শনিবার দিনহাটা শহীদ হেমন্ত বসু কর্নারে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এদিন দিনহাটা শহরে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যেখানে স্থানীয় বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার কীর্তন দলগুলি অংশ নেয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী কীর্তন শিল্প ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে আরও জনপ্রিয় করতে চান মন্ত্রী। তিনি বলেন,"কীর্তন বাংলার প্রাণের ধারা।

এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।" স্থানীয় কীর্তন শিল্পীরা মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নতুন বাদ্যযন্ত্র পেয়ে তারা আরও অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের শিল্পচর্চা চালিয়ে যাবেন। তাঁদের মতে, এই সহযোগিতা শুধু তাঁদের কাজকেই সহজতর করবে না, বরং ঐতিহ্যবাহী কীর্তন ধারাকে আগামী দিনে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে।

## বড় দেবীর গৃহারম্ভ পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** গত ১৬ অগাস্ট শনিবার জন্মাষ্টমীর পূর্ণ তিথিতে রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী গৃহারম্ভ পুজো অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারের দেবীবাড়ি মন্দিরে। রাজপরিবারের যুগপ্রাচীন রীতিনীতি মেনেই দেবীবাড়িতে গৃহপ্রবেশের পূর্বাপর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। এদিন সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের জমায়েত শুরু হয়। পূজার্চনা, মন্ত্রোচ্চারণ ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় গৃহারম্ভ পুজো।

বাবা-মা বিচারাধীন বন্দি

## বাংলাদেশে ফিরছে নাবালিকা মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** প্রবল আর্থিক অনটনের জেরে জীবিকার খোঁজে দুই মেয়েকে আত্মীয়দের কাছে রেখে আরও এক নাবালিকা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এক দম্পতি। কিন্তু দিনহাটার বামনহাট সীমান্ত অতিক্রম করার সময়ই তাঁদের আটক করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তারপর থেকেই ওই দম্পতির ঠাঁই হয় কোচবিহার সংশোধনাগারে এবং কিশোরীকে রাখা হয় একটি হোমে। ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় আড়াই বছর আগে। তখন কিশোরীর বয়স ছিল ১৪ বছর। বর্তমানে তার বয়স ১৬ পেরিয়েছে। এবার সেই নাবালিকাকেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। কোচবিহার জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরী জানিয়েছেন, "নিয়ম মেনেই নাবালিকাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।"

সূত্র অনুযায়ী, আগামী ২৬ অগাস্ট কিশোরীকে কোচবিহার থেকে কলকাতায় আনা হবে। পরদিন, অর্থাৎ ২৭ অগাস্ট, বারাসাতের পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে তাঁকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হবে। কিশোরীর নিজের বাড়ি বাংলাদেশের রংপুর জেলায়। সেখানে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

## জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৮২ তম জন্মদিন পালন করা হল। ২০ অগাস্ট বুধবার সকালেই থানা মোড়ের রাজীব ভবনে জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস নেতৃত্ব, যুব কংগ্রেস কর্মী, মহিলাকর্মী ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

## এনবিএসটিসি-র সিদ্ধান্ত ঘিরে কর্মী মহলে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) শিলিগুড়ি ডিভিশনে এবার কি বেসরকারিকরণের পথে এক ধাপ এগোল নিগম? এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে পরিবহণ কর্মীদের মধ্যে। শিলিগুড়ি থেকে ৮টি রুটে ১১টি বাস পরিষেবার টিকিট বিক্রির দায়িত্ব এবার বেসরকারি এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে কর্মী সংগঠনগুলির মধ্যে।

নিগম কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই চলা কর্মীসংকট এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা আনতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "কর্মীসংকট তো রয়েইছে। পাশাপাশি, টেন্ডারের মাধ্যমে টিকিট সেলিংয়ের দায়িত্ব এজেন্সিকে দেওয়ায় আমাদের একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থাও হচ্ছে।"

সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি-কোচবিহার রুটের দুটি এসি বাস ছাড়াও শিলিগুড়ি-হিলি, শিলিগুড়ি-তারাপীঠ সহ একাধিক রুটের টিকিট বিক্রির দায়িত্ব এবার বেসরকারি হাতে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি ডিভিশনই ছিল এনবিএসটিসি-র একমাত্র বিভাগ, যেখানে টিকিট বিক্রির দায়িত্ব পুরোটাই নিগমের হাতে ছিল। এবার সেই ব্যতিক্রমও ভেঙে যাচ্ছে।

এই সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কর্মী সংগঠনগুলি। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই আশঙ্কা করেছিলাম, ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণের দিকে যাচ্ছে সরকার। এবার সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। গরিব শ্রমিকদের স্বার্থে সরকার নেই।"

তবে কিছু অংশের মতে, এখনই পুরোপুরি বেসরকারিকরণ বলা ঠিক হবে না। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকার বলেন, "নিগম সরকারের নীতিতেই চলছে। আমরা আশাবাদী, পুজোর আগেই নতুন কর্মী নিয়োগ হবে। তা না হলে পরিষেবাই বন্ধ হয়ে যাবে।"

এদিকে শুধু সাধারণ কর্মী নয়, কর্তৃপক্ষ স্তরেও দেখা দিচ্ছে শূন্যতা। জানা গিয়েছে, আগামী ২৯ অগাস্ট অবসর নিচ্ছেন শিলিগুড়ি ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার। এখনও পর্যন্ত নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তের নাম ঘোষণা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে পরিবহণ সচিবের দ্বারস্থ হয়েছে নিগম কর্তৃপক্ষ। এতদিন ধরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলা শিলিগুড়ি ডিভিশনে বেসরকারি এজেন্সিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘিরে চরম উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে পরিবহণ মহলে। কর্মীদের একাংশের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের দিকে এগোতে পারে।

# পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'শ্রমশ্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দিতে চালু হল নতুন প্রকল্প— 'শ্রমশ্রী'। ১৭ অগাস্ট সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানান, যেসব শ্রমিক ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন এবং রাজ্যে ফিরে আসতে চান, তাঁদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে আনা হবে। ফেরার পরে নতুন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেবে রাজ্য সরকার। এছাড়াও তাঁদের প্রদান করা হবে 'স্বাস্থ্য সাথী' কার্ড। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শ্রমদপ্তরের মাধ্যমে এই সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া হবে এবং 'শ্রমশ্রী' নামে একটি বিশেষ পোর্টাল তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। পরিযায়ী শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যে ফিরে এলে স্কুলে ভর্তি, পড়াশোনার সবরকম সহায়তা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলায় কথা বলার কারণে আমাদের শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। তাঁদের যাতে মানসিক শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়া যায়, তার জন্যই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে।"

এছাড়াও রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে তিনি বলেন, "যদি কোনও ব্যক্তি বা এজেন্সি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ বা সার্ভে করার চেষ্টা করে, তাহলে তাতে সহযোগিতা করবেন না। রাজ্য সরকার যদি এই ধরনের কোনও সার্ভে করে, তাহলে তা অফিসিয়ালি জানানো হবে। ব্যক্তিগত এজেন্সির মাধ্যমে কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে করা সার্ভে বেআইনি।"

# 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে তোলপাড় রাজনীতি ও টলিপাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ও চলচ্চিত্র মহল। ইতিহাস বিকৃতি ও সাম্প্রদায়িক উসকানির অভিযোগে ছবির নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীকে ঘিরে তৃণমূল থেকে শুরু করে টলিউডের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একযোগে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। ১৭ অগাস্ট রবিবার ভিডিওবার্তায় মুখ খুললেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক গৌতম ঘোষ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—"বাংলাকে অপমান করা যাবে না, বাংলাকে হেনস্তা করার চেষ্টা অতীতে ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।"

শনিবারই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর ট্রেলার প্রকাশের অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত। রবিবারও তার রেশ বজায় থাকে। পরিচালক অরিন্দম শীল বলেন, "এই সিনেমা নিয়ে যত বেশি কথা হবে, ততই গুরুত্ব পাবে। কোনও সাম্প্রদায়িক উসকানিতে বাংলার মানুষ প্ররোচিত হবে না।" প্রযোজক রানা সরকারের কটাক্ষ, "বিবেক অগ্নিহোত্রী ফিল্মমেকার নন, তিনি একটি রাজনৈতিক দলের অ্যাড ফিল্মমেকার।"

অন্যদিকে, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় বিকৃত করে তাঁকে 'কসাই গোপাল পাঁঠা' বলে দেখানোর অভিযোগে বউবাজার থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন তাঁর নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায়। পরিবারের অনুমতি না নিয়েই তাঁর চরিত্রকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে বলে অভিযোগ। শান্তনুর তরফে আইনি নোটিশও পাঠানো হয়েছে ছবির নির্মাতাদের বিরুদ্ধে। শনিবার কলকাতায় 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'-এর সাংবাদিক সম্মেলন থেকেও বিবেক অগ্নিহোত্রীকে কড়া আক্রমণ করা হয়। মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, " 'বেঙ্গল ফাইলস'-এর আগে তিনি যেন 'মণিপুর ফাইলস' বানান। গুজরাট দাঙ্গা নিয়েও যদি সাহস থাকে সিনেমা করুন।" মঞ্চ থেকে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, অভিনেতা রাহুল চক্রবর্তী সহ টলিউডের একাধিক শিল্পী অভিযোগ করেছেন যে, পুরো সিনেমাটিতে ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিতর্কের মাঝে বাংলার শিল্পী ও সংস্কৃতি মহল একসঙ্গে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন—বাংলা ও বাঙালির অসম্মান বরদাস্ত করা হবে না।

## পাচার রুখল এসএসবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**খড়িবাড়ি:** এসএসবির তৎপরতায় ভেস্তে গেল পাচারের ছক। খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অসমের এক ১৬ বছরের নাবালিকাকে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে সন্দেশ রাই নামক এক যুবক। ধৃতের বাড়ি নেপালের মেচীনগরে।

এসএসবি সূত্রে খবর, নাবালিকাটি তার দাদার সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে থাকত। সেখানেই ধৃত সন্দেশ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। অভিযোগ, দাদার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ওই কিশোরীকে সীমান্তে নিয়ে আসে সন্দেশ।

এরপরই তাকে নেপালে পাচারের চেষ্টা চলছিল। তবে পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে এসএসবির জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায় কিশোরী ও যুবকের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হয়। সেখানেই ফাঁস হয়ে যায় পাচারের ছক।

ঘটনার পর এসএসবির তরফে খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ১৮ অগাস্ট সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

# ১০ নং জাতীয় সড়ক পরিদর্শনে সাংসদ রাজু বিস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** গত ১৬ অগাস্ট শনিবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক-এ বারংবার ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক এলাকা পরিদর্শন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত এনএইচআইডিসিএল (NHIDCL)-এর প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। উল্লেখ্য, প্রায় ৫২.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জাতীয় সড়ক উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান লাইফলাইন হিসাবে বিবেচিত।

সম্প্রতি পরপর ধসের কারণে এই এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ও টেকসই মেরামতের কাজ শুরু করেছে এনএইচআইডিসিএল। শনিবার সাংসদ রাজু বিস্তা প্রথমে পৌঁছান সেবক বাজার ও কালিজোরা সংলগ্ন ভাসুয়া এলাকায়। সেখানে এনএইচআইডিসিএল প্রায় ১৫০ মিটার দীর্ঘ সড়ককে ১২ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত করার পাশাপাশি পাহাড়ি ঢালে ৩৮ মিটার দীর্ঘ স্লোপ প্রোটেকশন ও উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চালাচ্ছে।

এনএইচআইডিসিএল-এর কর্মকর্তাদের দাবি, নিচ থেকে ভিত্তি গড়ে সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে ধস নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং রাস্তার স্থায়িত্ব বাড়ানো সম্ভব হয়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বিস্তা জানান, তিনি খুব শীঘ্রই এনএইচআইডিসিএল, এনএইচপিসি (NHPC) ও ইরকন (IRCON)-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

বৈঠকে জাতীয় সড়ক-১০-এর বারংবার ধস এবং ক্ষয়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার বিষয়ে আলোচনা হবে। তিনি আরও জানান, বৈঠকের ফলাফল কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে, যাতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

## ডান্স রিয়েলিটি শো-এর মঞ্চে ৪ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

**চোপড়া:** টেলিভিশনের জনপ্রিয় ডান্স রিয়েলিটি শো-এর মঞ্চে জায়গা করে নিল চোপড়ার সোনাপুর হাট মহাত্মা গান্ধী হাইস্কুলের চারজন ছাত্র-ছাত্রী। জানা গিয়েছে, গত ১৬ অগাস্ট ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত এক অডিশন রাউন্ডে অংশ নিয়ে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করে তারা। বিচারকরা তাদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে বেছে নেন পরবর্তী পর্যায়ের জন্য। নির্বাচিত হওয়া পড়ুয়ারা হলেন—রিয়া মাহাতো, রাজ বসাক, পিয়া মাদক এবং মন্দ্রীরা মাদক। আগামী ২৮ অগাস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই রিয়েলিটি শো-এর মেগা অডিশন রাউন্ড। সেখানে অংশ নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে এই চার প্রতিভাবান পড়ুয়া। এই সাফল্যে শুধু তাদের স্কুল নয়, গোটা চোপড়া এলাকার মানুষ গর্বিত। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুরু থেকেই এই পড়ুয়ারা নাচের প্রতি আগ্রহী ছিল এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজেরা দক্ষতা অর্জন করেছে।

## মর্টার শেল উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ফুলবাড়ি:** গত ১৮ অগাস্ট সোমবার ফুলবাড়ি অঞ্চলের ছোবাভিটা এলাকায় একটি মর্টার শেল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয়রা মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা একটি সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে তারা মর্টার শেলটিকে চিহ্নিত করে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ঘটনাটি বোম স্কোয়াড ও সেনা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মর্টার শেলটি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় পড়ে থাকতে পারে। তবে সেটি সক্রিয় ছিল কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশেষজ্ঞ দল। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## ডাকাতির ছক বানচাল, গ্রেফতার ৭ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা বানচাল হল শিলিগুড়িতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ১৭ অগাস্ট রবিবার গভীর রাতে অভিযান চালায় এনজেপি সাউথ কলোনি কোয়ার্টার মাঠে। সেখানে জড়ো হয়েছিল প্রায় ১০-১২ জন দুষ্কৃতী। পুলিশি অভিযানে সাতজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতীদের নাম— অমিত দাস, ছটু সরকার, সুশান্ত রায়, শ্রীকান্ত রায়, রাকেশ বর্মন, অজয় সরকার ও জিতু রায় ওরফে বজরং। অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ধারালো অস্ত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, চুরি ও ছিনতাই-সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। আগেও এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার ধৃত সাতজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে।

## উন্নয়নের শীর্ষে পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**নকশালবাড়ি:** চলতি ২০২৪-'২৫ আর্থিক বর্ষে পঞ্চদশ ও পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থের কাজে শিলিগুড়ি মহকুমায় শীর্ষস্থানে উঠে এল নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এই সমিতির খরচের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ, যা মহকুমার অন্য ব্লকগুলির তুলনায় অনেকটাই বেশি।

সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ জানান, "এই আর্থিক বর্ষে আমরা মোট ৪৫টি প্রকল্প হাতে নিই। এর মধ্যে রাস্তা, কালভার্ট, পানীয় জল সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, মুক্তমঞ্চ নির্মাণ, শ্মশান সংস্কার ও ছোট নদী বাঁধের কাজ উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। শুধু দু'টি নালার প্রায় ২০ শতাংশ কাজ বাকি রয়েছে।"

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চম অর্থ কমিশন থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। সব মিলিয়ে ব্লক জুড়ে প্রায় ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, মহকুমার অন্যান্য ব্লকগুলির খরচের হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। গত ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ৭২ শতাংশ, মাটিগাড়া ৬৮ শতাংশ এবং ফাঁসিদেওয়া ৭১ শতাংশ অর্থ খরচ করতে পেরেছে। তবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চিত্র খানিকটা ভিন্ন। রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত পরিষদ মাত্র ৪০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে পেরেছে।

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, "পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় প্রতি বছর অডিট হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না হলে পরবর্তী কিস্তি আসে না। রিপোর্টে ৪০ শতাংশ খরচ দেখানো হলেও, বড় অঙ্কের প্রকল্প হওয়ায় সময় লাগছে। আমরা অতীতেও দু'বার রাজ্যে প্রথম হয়েছি। এবারও সেই স্থান দখলের লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।"

# পুজো মরশুমে হাতির রাজত্ব, পর্যটকদের টানছে ডুয়ার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** ডুয়ার্সের শরৎকালের সকাল—নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। মূর্তি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কয়েকটি কুনকি হাতি। জলছাপ ছড়িয়ে পড়ছে সূর্যের আলোয় রূপালি কণার মতো। তটরেখায় দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটকদের চোখে এক অদ্ভুত বিস্ময়। পুজো মরশুমে গোরুমারায় এই হাতিই হতে চলেছে বনদপ্তরের 'মুকুটমণি'। এই প্রথম ধূপঝোরা ক্যাম্পকে ঘিরে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে পুজোর পর্যটন আয়োজন। শুধু হাতি-সাফারির স্বাদই নয়, এবার গজ-পাঠশালার দরজা পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত। চোখের সামনে দেখা যাবে, কীভাবে হস্তিশাবককে ধৈর্য, স্নেহ আর দক্ষতায় কুনকি বানানো হয়। কেমন ভাষায় কথা বলে মাহুতেরা, কীভাবে হাতির মন জয় করে তাদের কাজ শেখানো হয়—সবটাই থাকবে পর্যটকের নাগালে। নদীর স্নান শেষে পিলখানায় ফিরে কুনকিদের সাজানোর মুহূর্তও

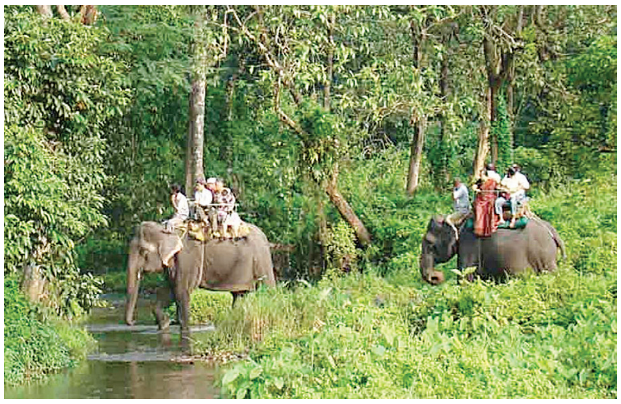

এবার হবে সবার চোখের সামনে। রূপচর্চা থেকে ডিউটি রোস্টার, খাবারের মেন্যু থেকে শৃঙ্খলার পাঠ—হাতির জীবনের প্রতিটি অধ্যায় খুলে যাবে দর্শকের সামনে। নির্দিষ্ট দূরত্বে তৈরি হচ্ছে সেলফি জোন, যেখানে হাতির পটভূমিতে ধরা পড়বে স্মৃতির ফ্রেম। গোরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের কথায়, "আমরা চাইছি পর্যটকরা হাতির সঙ্গে সময় কাটান, তাদের জীবন বুঝুন। এতে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের গুরুত্ব যেমন বোঝানো যাবে, তেমনি মানুষ-হাতি সংঘাত রুখতে সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে পড়বে।"

ডুয়ার্সে পুজোর রঙ থাকবে আরেকটু আলাদা। লাটাগুড়ির বিচাভাঙা বনবস্তিতে প্রতিবছরই হয় বনবাসীদের দুর্গাপুজো। মাদলের তালে দেবীবরণ, শালপাতায় ভোগের স্বাদ—গ্রামীণ পুজোর এই আবহও মিলবে পর্যটকদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। প্রকৃতির কোলে, গজের সান্নিধ্যে, বনবাসীর উৎসবে—এ যেন একসঙ্গে তিন রকম আনন্দের মেলবন্ধন। এদিকে পাহাড়ি ধস ও বন্যায় উত্তর সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং ভ্রমণ এখন ঝুঁকিপূর্ণ। শিলিগুড়ি থেকে সিকিমের রাস্তার অবস্থাও অনিশ্চিত। ফলে পর্যটকের ঢল নামবে ডুয়ার্সে, এমনটাই অনুমান। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস-সহ উত্তরবঙ্গগামী সব ট্রেনের পুজোর টিকিট শেষ। বনদপ্তরের কটেজ বুকিংও হু হু করে বাড়ছে। ১৫ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে পুজোর মরশুম। লাটাগুড়ি, মূর্তি, মৌচুকি, কালীপুর, ধূপঝোরা—সব জায়গার কটেজে চলছে শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা। সৌরআলোর ব্যবস্থায় মিলবে পরিবেশবান্ধব আবাসন। পর্যটকদের চাহিদা অনুসারে সাফারির হাতির সংখ্যা বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন ডিএফও। এবারের পুজোয় গোরুমারা শুধু বনের ডাকেই নয়, হাতির রাজত্বেও স্বাগত জানাবে পর্যটকদের।

# মাছ ধরার জালে ধরা পড়ল অজগর

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জলডুমুর পাড়ার পিপলতলা কলোনিতে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল স্থানীয় বাসিন্দারা। মাছ ধরার জালে ধরা পড়ল একটি বিশাল অজগর! গত ১৮ অগাস্ট সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীমতি সাহানি প্রতিদিনের মতো সাহু নদীতে মাছ ধরার জাল ফেলেছিলেন। সকালে জাল টানতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান।

মাছের বদলে জালে জড়িয়ে রয়েছে একটি বিশাল আকারের অজগর। হঠাৎ এমন দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলে আশেপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। তড়িঘড়ি বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হলে, বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। ঘটনার পর শ্রীমতি সাহানি বলেন, "এমন ঘটনা জীবনে প্রথম দেখলাম। ভেবেছিলাম বড়সড় মাছ ধরা পড়েছে, কিন্তু এত বড় অজগর সাপ জালে আটকে যাবে, তা কল্পনাও করিনি।"

# বিজেপির তালিকায় তৃণমূল কর্মীর নাম, বিভ্রান্তি ঘিরে সাংবাদিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কোচবিহার জেলা বিজেপির সদ্য প্রকাশিত পদাধিকারী তালিকায় দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম উঠে আসায় তৈরি হয়েছে তীব্র বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক জল্পনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনহাটা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে পরিস্থিতি স্পষ্ট করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সম্প্রতি প্রকাশিত কোচবিহার জেলা বিজেপির তালিকায় ৬২ ও ৬৩ নম্বরে তপন বর্মন ও নারায়ণ বর্মন নামে দুই ব্যক্তির নাম উঠে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দু'জন বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। যদিও বিজেপির দাবি, তারা এক সময়ে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই নামগুলি তালিকায় আসার পর তৃণমূলের অন্দরে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয় নানা আলোচনা। এই পরিস্থিতিতে বিভ্রান্তি দূর করতেই দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও নাজিরহাট ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য ও দলের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁরা জানান, তপন বর্মন ও নারায়ণ বর্মন বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং দলীয় কর্মকাণ্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। এই অবস্থায় তাদের নাম বিজেপির পদাধিকারী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিভ্রান্তিকর।

দীপক ভট্টাচার্য বলেন, "বিষয়টি স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তৃণমূল কর্মীদের বিজেপির তালিকায় দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ এই ধরনের অপপ্রচারের জবাব ময়দানেই দেবে।"

তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনার মাধ্যমে বিজেপি জেলা রাজনীতিতে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে তারা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর বিজেপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

# ভারতভুক্তি দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** ১৫ অগাস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হলেও, মালদাবাসী আক্ষরিক অর্থে স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছিলেন তার ঠিক তিনদিন পর অর্থাৎ ১৮ অগাস্ট। এই দিনটিকেই 'মালদার স্বাধীনতা দিবস' বা 'ভারতভুক্তি দিবস' হিসাবে পালন করে থাকেন জেলার মানুষ। সেই ধারাবাহিকতায় ১৮ অগাস্ট সোমবার মালদা শহরের কুতুবপুর বাবুপাড়ার বলাকা সংঘ প্রাঙ্গণে দিনটি পালন করা হয়। বলাকা সংঘের উদ্যোগে এদিন আয়োজিত হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি। তিনি এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

# ট্যালেন্ট হান্ট এক্সাম

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** গত ১৭ অগাস্ট রবিবার জলপাইগুড়ির এফডিআই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই এবং পড়াশোনার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হল ইংলিশ ও ম্যাথ ট্যালেন্ট হান্ট এক্সাম ২০২৫। পরীক্ষায় ইংরেজি ও অঙ্ক বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, পরীক্ষায় ওএমআর (OMR) শিটের ব্যবহার। পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখে খুশি অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা।

# গুলিবিদ্ধ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র, তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** আবারও গুলি চলল মালদায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত পঞ্চানন্দপুর বাজার এলাকায়। গুলিবিদ্ধ ছাত্রের নাম আবদুল সাহিদ, বাঙ্গিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮ অগাস্ট সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আবদুল হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পঞ্চানন্দপুর বাজার এলাকায় গুলির শব্দে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থল থেকেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ছাত্রের বুকের ডানদিকে গুলি লেগেছে।

এই ঘটনার পর আবদুলের পরিবারের পক্ষ থেকে গুরুতর অভিযোগ ওঠে স্থানীয় যুবক রাজ সেখের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রাজ সেখ তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সংযোগ নেই বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের মোথাবাড়ি যুব সভাপতি তাহিদুর রহমান। তাঁর কথায়, "আমি দু'জনকেই চিনি। এটা কোনও রাজনৈতিক বিবাদ নয়, গ্রাম্য বিবাদও নয়। মোবাইল ফোন ঘিরেই বিবাদ হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে, দোষীরা শাস্তি পাক।"

তবে এই ঘটনার পর রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিজেপির স্থানীয় নেতা নিবারণ ঘোষ বলেন, "তৃণমূলের মদতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। একজন ছাত্রকে তৃণমূল নেতা গুলি করবে, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।"

# বন্যার দুর্ভোগে নৌকার ভাড়া চড়া, দুর্ভোগের কবলে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস—এই কথাটিই যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হচ্ছে মালদার মানিকচকের ভূতনিতে। সম্প্রতি দক্ষিণ চণ্ডিপুরের নবনির্মিত বাঁধ ভেঙে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। ফুলহর নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে ভূতনির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। সড়কপথ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগের একমাত্র ভরসা এখন নৌকা। আর এই নৌকাতেই চড়া ভাড়া গুনতে হচ্ছে বন্যা দুর্গতদের। স্থানীয় সূত্রের খবর, ভুতনি ব্রিজ থেকে উত্তর চণ্ডিপুর পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য নৌকায় জনপ্রতি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ৫০ টাকা। প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে মানিকচকে যাওয়া-আসার জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খাচ্ছেন এলাকাবাসী। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সরকারি নৌকা বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই নৌকা মালিকদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাদের। এদিকে, গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছতেও সমস্যা হচ্ছে। এক বন্যাদুর্গত বাসিন্দার কথায়, "ঘরবাড়ি সব জলে ডুবে গিয়েছে। এখন বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিদিন মানিকচকে যেতে হয়। কিন্তু নৌকার ভাড়া পকেট ফাঁকা করে দিচ্ছে। প্রশাসন যদি দ্রুত সরকারি নৌকার ব্যবস্থা করত, তাহলে কিছুটা স্বস্তি মিলত।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নৌকা মালিকরা ভাড়া বাড়ালেও তারা নিরুপায়। প্রতিদিন বাজার-হাট, ওষুধপত্র বা জরুরি কাজে নৌকার প্রয়োজন পড়ছে। ফলে চড়া ভাড়ার বোঝা টানতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই। এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বন্যা দুর্গতরা দ্রুত সরকারি নৌকার ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

# জলবন্দী রতুয়া, নিউ বিলাইমারী মাদ্রাসা ত্রাণ শিবিরে দুর্দশা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** জলবন্দী রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের নিউ বিলাইমারী মাদ্রাসা ত্রাণ শিবিরে বিপর্যস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন গদাই মহারাজপুর এলাকার বন্যাদুর্গত পরিবারগুলি। প্রথমদিকে ৫০টি পরিবার এই শিবিরে আশ্রয় নিলেও বর্তমানে মাত্র ৭টি পরিবার টিকে রয়েছে। বাকি পরিবারগুলি খাবারের অভাবে শিবির ছেড়ে আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ। দুর্গতদের দাবি, কিছুদিন আগে প্রশাসনের তরফে শুকনো খাবার দেওয়া হলেও পরবর্তীতে আর কোনো খোঁজ নেওয়া হয়নি। রান্নার জন্য নেই পর্যাপ্ত জ্বালানি। দিনের বেলায় কোনোরকমে মাটির উনুনে রেশনের চাল রান্না করা গেলেও, রাতে অন্ধকার ও জ্বালানির অভাবে রান্না অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে অর্ধসিদ্ধ ভাত খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে।

সবচেয়ে কষ্টে রয়েছে শিশুরা—খিদের জ্বালায় কাতরাচ্ছে তারা। দুর্গতদের সঙ্গে একসুরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যও। তাঁর অভিযোগ, যেখানে অন্য ত্রাণ শিবিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দু'বেলা রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, সেখানে এই শিবির চরম বঞ্চনার শিকার। শিবিরে ন্যূনতম পরিকাঠামো ও নজরদারির অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে এসে পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিজের চোখে দেখেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুরোধ, অবিলম্বে প্রশাসন যেন এই শিবিরে পর্যাপ্ত খাদ্য ও জ্বালানির ব্যবস্থা করে এবং শিশু ও বৃদ্ধদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করে।

## সম্পাদকীয়

# ইতিহাসের বিকৃতি ও বিভাজনের রাজনীতি

বর্তমান সমাজে আমরা এক গভীর বেদনাদায়ক বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি। রাজবংশী এবং অরাজবংশী—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিভেদ আজ শুধু সামাজিক নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরেও এক জটিল রূপ ধারণ করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এই বিভাজনের পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে সমাজের এক শ্রেণির উচ্চশিক্ষিত মানুষ, যারা জেনেশুনেই ইতিহাসকে বিকৃত করছেন। তাদের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই সমাজ বা সংস্কৃতির কল্যাণ নয়; বরং এটি একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক—নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি, ক্ষমতার খেলা এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটার ইচ্ছা। এই ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ মানুষের আবেগকে ব্যবহার করছেন একটি অস্ত্র হিসেবে। মানুষ যখন নিজের জাতিসত্তা, ইতিহাস ও পরিচয় নিয়ে গর্ব করতে চায়, তখন সেই আবেগকে উস্কে দিয়ে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করা খুব সহজ হয়ে ওঠে। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছেন কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ—এই বিভাজনের রাজনীতিতে উস্কে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের আবেগ, তৈরি করা হচ্ছে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা। অপরদিকে, কিছু অর্ধশিক্ষিত ও অবুঝ মানুষও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সাজার আকাঙ্ক্ষায় সেই বিকৃতির খেলায় মেতে উঠছেন। না জেনে, না বুঝে তাঁরা নিজেদের হাস্যকরভাবে জড়িয়ে ফেলছেন এক বিষাক্ত প্রচারণার জালে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। এই সময় দরকার—সত্য ইতিহাস তুলে ধরা, বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং শান্তি ও সহাবস্থানের পথ রচনা করা। সময় এসেছে ইতিহাসকে ঐক্য, শিক্ষা ও শান্তির প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার। রাজবংশী কিংবা অরাজবংশী, সব সম্প্রদায়ের মানুষেরই নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে—গৌরবময় ও সংগ্রামময়। কিন্তু সেই ইতিহাসকে জানতে হলে আমাদের দরকার গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং সত্যকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা। আবেগ দিয়ে নয়, যুক্তি এবং তথ্যের আলোয় বিচার করতে হবে কোনটা সত্য, আর কোনটা কল্পনা বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃতি।


## টিম পূর্বোত্তর

| | |
|---|---|
| সম্পাদক | : সন্দীপন পণ্ডিত |
| কার্যকারী সম্পাদক | : দেবাশীষ চক্রবর্তী |
| সহকারী সম্পাদক | : কল্পনা বাগো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত |
| ডিজাইনার | : সমরেশ বসাক |
| বিজ্ঞাপন আধিকারিক | : রাকেশ রায় |
| জনসংযোগ আধিকারিক | : মিঠুন রায় |


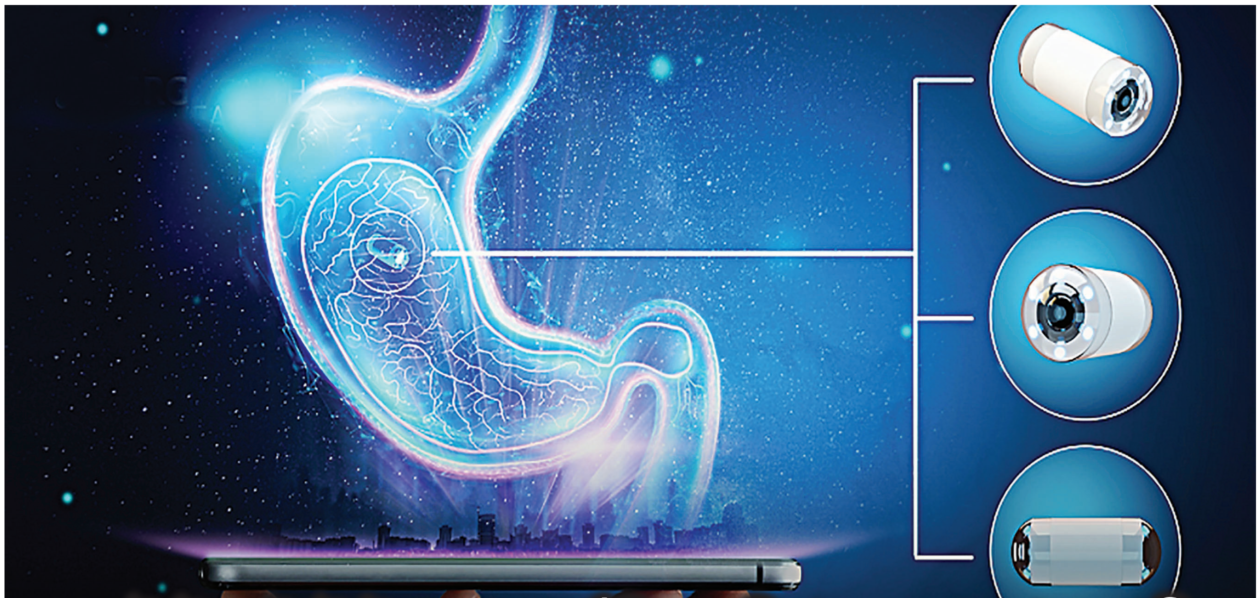

# গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারিতে বিপ্লবের সূচনা: রোগীর ফলাফলের উপর এআই এবং রোবোটিক্সের প্রভাব

**ডাঃ পবন কুমার এম এন,**

সিনিয়র কনসালট্যান্ট সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট মিনিমাল অ্যাক্সেস অ্যান্ড এইচপিবি সার্জারি অ্যান্ড রোবোটিক সার্জন, হায়দ্রাবাদ (সোমাজিগুড়া)


হায়দ্রাবাদের সিনিয়র কনসালট্যান্ট সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট মিনিমাল অ্যাক্সেস অ্যান্ড এইচপিবি সার্জারি অ্যান্ড রোবোটিক সার্জন যশোদা হাসপাতাল, ডঃ পবন কুমার এম এন এর মতে, রোগীদের যত্ন এবং ফলাফল উন্নত করে এমন নতুন প্রযুক্তি গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (জিআই) সার্জারির এক নতুন যুগের সূচনা করছে। ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং নির্ভুলতা উন্নত করে, রোবোটিক-সহায়তাপ্রাপ্ত সার্জারি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতিগুলিকে সক্ষম করে যা টিস্যুর ক্ষতি কমায় এবং দ্রুত সারিয়ে তোলে। এমনকি, সার্জনরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অন্তর্ভুক্তির মান পূরণ করে প্রতিটি রোগীর জন্য অপারেশনগুলিকে সফল করে তুলতে সাহায্য করে। জিআই সার্জারির ভবিষ্যত নিরাপদ, কম হাসপাতালে থাকা এবং রোগীদের জন্য আরও ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ রোবোটিক্স উন্নত অস্ত্রোপচার সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অস্ত্রোপচার পরিকল্পনা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে আগের থেকে জানার জন্যও ব্যবহার করা হবে।

### রোবোটিক সার্জারি: নির্ভুলতা এবং আরোগ্যের উন্নতি

রোবোটিক-সহায়তায় অস্ত্রোপচার গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এগিয়েছে। এই অত্যাধুনিক সরঞ্জামের জন্য সার্জনরা এখন আরও নিয়ন্ত্রণ, নমনীয়তা এবং নির্ভুলতার সাথে জটিল অস্ত্রোপচার করতে পারেন। রোবোটিক প্রযুক্তি আমাদের ন্যূনতম ব্যাঘাতের সাথে জটিল অস্ত্রোপচারগুলি করতে সাহায্য করে, যা রিকভারির সময় কমায় এবং সাধারণভাবে রোগীর ফলাফল উন্নত করে। ডাঃ পবন কুমার এম এন এর মতে, অগ্ন্যাশয় এবং লিভারের মতো সংবেদনশীল অঙ্গগুলিতে অস্ত্রোপচার করার সময় এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে নির্ভুলতা অপরিহার্য।

শুধু তাই নয়, রোবোটিক সার্জারি দৃষ্টিশক্তি এবং দক্ষতাও বৃদ্ধি করে, যা সার্জনদের জটিল শারীরবৃত্তীয় উপাদানগুলিকে আরও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। এর ফলে রক্তক্ষরণ কম হয়, টিস্যুতে টিস্যুর ক্ষতি কমে এবং অস্ত্রোপচারের পরে জটিলতার মানও কমে যায়। তদুপরি, অস্ত্রোপচারের পরে রোগীরা সাধারণত অনেক উন্নতমানের জীবনযাপন করেন কারণ তারা দ্রুত তাদের নিয়মিত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে সক্ষম হন।

### এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত সার্জারি: গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল যত্নে বিপ্লব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারির ক্ষেত্রেও আরেকটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। AI অ্যালগরিদম জটিল চিকিৎসা চিত্র বিশ্লেষণ করতে পারে, যা আমাদের সমস্যাগুলি আগে এবং আরও নির্ভুলতার সাথে সনাক্ত করতে সাহায্য করে। প্রাক-ক্যান্সারজনিত ক্ষত সনাক্তকরণ বা রোগের মধ্যে পার্থক্য করার সময়, এই ক্ষমতা বেশ কার্যকর।

AI আমাদেরকে রোগীর বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগীর ব্যক্তিগত চাহিদার সাথে মানানসই পদ্ধতি তৈরি করতে সক্ষম করে, যা নিশ্চিত করে যে তারা ন্যূনতম আক্রমণাত্মক এবং সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা পাবে। অস্ত্রোপচার অনুশীলনে AI-এর ব্যবহার রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা এবং অস্ত্রোপচার পরিকল্পনা বৃদ্ধি করে, যা শেষ পর্যন্ত রোগীদের উপকার করে।

### ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি

জিআই সার্জারিতে উন্নত প্রযুক্তির একীকরণ ব্যক্তিগতকৃত যত্নের দিকে একটি পরিবর্তন আনছে। রোগীর নির্দিষ্ট তথ্য, যেমন জেনেটিক প্রোফাইল এবং চিকিৎসা ইতিহাস দেখে, সার্জনরা প্রতিটি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি করতে পারেন। এই কাস্টমাইজড কৌশলটি নিশ্চিত করে যে রোগীরা সবচেয়ে কার্যকর হস্তক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি হ্রাস করে।

তাছাড়াও, রোবোটিকভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসা নমনীয় হওয়ায়, সার্জনরা অস্ত্রোপচারের সময় রিয়েল টাইমে তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন। জটিল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই নমনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে, যাতে রোগীর নিরাপত্তা সবসময় প্রথমে আসে।

### রোগীর যত্নের ফলাফল

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারিতে, রোবোটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় রোগীর যত্নের ফলাফলকে উন্নত করছে। উন্নত অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতার জটিলতা কমায়, তাড়াতাড়ি নিরাময়কে করে এবং হাসপাতালে থাকার সময় কমিয়ে দেয়। AI এর সাহায্যে, কাস্টমাইজড চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে, যা প্রতিটি রোগীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কম হস্তক্ষেপমূলক এবং আরও কার্যকর অপারেশন নিশ্চিত করে। এই অগ্রগতির কারণে রোগীদের নিরাপদ পদ্ধতি, দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময় এবং উন্নত জীবনযাত্রার আশা করা উচিত।

### উদীয়মান প্রবণতা এবং চ্যালেঞ্জ

এই প্রযুক্তির বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে কিছু চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে হবে। রোবোটিক সিস্টেম স্থাপনের উচ্চ ব্যয় সম্পদ-সীমাবদ্ধ অঞ্চলে অ্যাক্সেস সীমিত করতে পারে। চিকিৎসকরা যাতে এই অত্যাধুনিক সরঞ্জামগুলির কার্যকর ব্যবহারে দক্ষ হন তা নিশ্চিত করার জন্য, ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই বাধা সত্ত্বেও, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারির একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে। এক্সটেন্ডেড নির্ভুলতা, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসার বিকল্পগুলির সাথে, রোবোটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগীর যত্নে বিপ্লব ঘটানোর বিশাল সম্ভাবনা রাখে। এই প্রযুক্তিগুলি ক্লিনিকাল অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করা হলে রোগীর ফলাফল এবং সাধারণ জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ডাঃ পবন কুমার এম এন দাবি করেন যে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারিতে রোবোটিক্স এবং এআই-এর ব্যবহার রোগীর যত্নে বিপ্লব আনবে। অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতা এবং সুরক্ষা উন্নত করার পাশাপাশি, এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলি কাস্টমাইজড চিকিৎসা পরিকল্পনা সম্ভব করে তোলে, যা রোগীর ফলাফলকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে। জিআই সার্জারির ভবিষ্যত উজ্জ্বল, নিরাপদ অপারেশন, দ্রুত আরোগ্য লাভের সময় এবং নতুন উন্নয়ন গ্রহণের সাথে সাথে রোগীর জীবনযাত্রার মান সামগ্রিকভাবে উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা পরিবর্তনের সাথে সাথে, উচ্চমানের যত্ন সর্বদা উপলব্ধ থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এই প্রযুক্তিগুলিতে বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন, তাহলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের জন্য আজই আমাদের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। ডাঃ পবন কুমার এম এন, সিনিয়র কনসালট্যান্ট সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট মিনিমাল অ্যাক্সেস অ্যান্ড এইচপিবি সার্জারি অ্যান্ড রোবোটিক সার্জন যশোদা হাসপাতাল, হায়দ্রাবাদ (সোমাজিগুড়া) [কলকাতা]-এ বিশেষ পরামর্শ এবং যত্নের জন্য আগামী ২০ অগাস্ট আসুন আমাদের কেন্দ্রে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে, অনুগ্রহ করে ৮৯২৯৯৬৭৮৮৬ নম্বরে কল করুন অথবা https://www.yashodahospitals.com/-লিঙ্কের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন।

গল্প

# হাতির বিয়ে

- অনীশ দাম

— " আরে আপনি ধনঞ্জয় বাবু না? "

— " হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে? আমি তো আপনাকে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

— " আরে মশাই এসব লাইনে থাকতে গেলে সবার খোঁজই রাখতে হয়। নইলে আর পেট চলবে কেমন করে বলুন? সে যাই হোক, আপনাকেই আমার দরকার ছিল। আপনার হেল্প চাই।"

— " আরে কি মুশকিল! সাত সকালে বাজার করতে বেরিয়ে আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি! দেখুন ওসব টাকা ফাকা আমি দিতে পারব না, মানে মানে কেটে পড়ুন।"

— " আরে ধুর মশাই। টাকা মাটি মাটি টাকা। ওসব টাকার লোভ টোভ আমার একেবারে নেই। ষড় রিপু আমি এড়িয়ে চলি। ষড় রিপু কি কি জানেন তো?

— " হ্যাঁ,মনে ইয়ে...... মানে......"

— " কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ , মাৎস্যর্য। ছি ছি এটাও জানেন না?"

— " আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, তা জানব না কেন! এটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম..."

— " হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার জ্ঞানের বহর আমার বোঝা হয়ে গিয়েছে। নেহাত প্রয়োজন না পড়লে কি আর আপনার কাছে আসতুম!"

— " দেখুন মশাই আপনিই কিন্তু আমার কাছে সাহায্য চাইছেন। এরকম ভাবে ইনসাল্ট করলে আমি কিন্তু...."

— " আহা আহা চটছেন কেন! আমি একটা বিশেষ কাজ করতে চলেছি। সেটায় আপনার সাহায্য দরকার। যদি সেটায় সফল হই তবে আপনিও মালামাল হয়ে যাবেন আর আমিও।"

— " এই কোনো কিডন্যাপিং বা মার্ডারের কেস নয়তো। ওরে বাবা ! শেষে বুড়ো বয়সে জেল খেটে মরি আরকি!"

— " আরে দুর মশাই! আপনি এত ভীতু না! শুনুন মন দিয়ে কি বলছি!"

— " আ - আচ্ছা বেশ।"

— " শুনুন, আমার দুটো হাতি আছে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। দুটোর বিয়ে দেব বুঝলেন। গুরুর আদেশ। ওদের বিয়েটা ঠিক ভাবে সম্পন্ন হলেই সারাজীবন অর্থাভাব হবে না। রাজার হালে থাকব। "

— " বলেন কি! কিন্তু এতে আমি কীই বা সাহায্য করতে পারি ? "

— " আরে বাবা হাতি দুটোর বিয়ে দিতে কিছু লক্ষণ যুক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান সম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণ চাই। যেই ব্রাহ্মণ ওদের বিয়ে দেবে সেও অগাধ সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবে। আপনিই সেই ব্রাহ্মণ। আমি সব খোঁজ নিয়েই এসছি। "

— " ও ,তাই বুঝি?"

— " হ্যাঁ, আপনি জন্মের পরই কেঁদে উঠেছিলেন তাই না?

— " আজ্ঞে হ্যাঁ তা মনে হয় কেঁদেছিলাম।"

— " আপনার জন্মের দিন সূর্য হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছিল?"

— " আ - আজ্ঞে , তা মনে হয় করেছিল।"

— " আপনার রোজ সকালে কান কটকট করে? "

— " আজ্ঞে তা একটু করে বটে।"

— " ব্যাস। তাহলে তো সব লক্ষণ মিলেই গেল। চলুন তাহলে কালই বিয়েটা সেরে ফেলুন। কাল শুভ দিন আছে।"

— " কি - কিন্তু আপনি কি শিয়োর যে বিয়েটা দিলেই প্রচুর অর্থ লাভ করব? "

—" হান্ড্রেড পার্সেন্ট! চলুন আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি হাতি গুলোকে।"

এই বলে ভদ্রলোক যেই ধনঞ্জয়বাবুর হাতটা ধরতে যাবেন অমনি পাশ থেকে দু - তিনজন " পেয়েছি পেয়েছি " বলতে বলতে ছুটে এল। তারা এসে লোকটাকে জাপটে ধরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল — " যাক বাবা পাওয়া গেছে ব্যাটাকে!"

ওদের মধ্যে একজন ধনঞ্জয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, " আপনি এর সাথে কি এত গল্প করছিলেন মশাই? এ তো বদ্ধ পাগল। সারাদিন আগডুম বাগডুম গল্প বানিয়ে লোকেদের শোনাতে থাকে। গতকাল পাগলা গারদ থেকে কিভাবে যেন পালিয়ে গেছিল। যাক শেষ অব্দি পাওয়া গেছে। "

এই বলে ধনঞ্জয়বাবুর হতভম্ব চোখ জোড়ার সামনে দিয়ে ওরা লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। লোকটা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে, " কাল কিন্তু আসতে ভুলবেন না। বিয়েটা যে করেই হোক দিতেই হবে..."

# লাদাখে অজানা শৃঙ্গ জয় বাংলার চার পর্বতারোহীর

আবারও হিমালয়ের বুকে নতুন ইতিহাস গড়লেন বাংলার চার সাহসী পর্বতারোহী। লাদাখের দুর্গম পুগা ভ্যালির কাছে মানুষের পদচিহ্ন না পড়া দুটি অজানা শৃঙ্গ জয় করে ফিরেছেন শিলিগুড়ির গণেশ সাহা, ব্যারাকপুরের কল্যাণ দেব, মালবাজারের সুদেব রায় এবং কাজল কুমার দত্ত। দীর্ঘ ১৬ বছর পর হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (NAF) আয়োজিত এই পর্বতারোহণ অভিযানের লক্ষ্য ছিল ৬২০৫ মিটার ও ৬১৫০ মিটার উচ্চতার দুটি শৃঙ্গ জয় করা। এর আগে এই শৃঙ্গগুলিতে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযান হয়নি। একটি শৃঙ্গ একেবারেই অনাদৃত, অপরটিতে হয়তো কেউ গিয়েছিলেন, তবে তার কোনও নথি নেই। ফলে এই জয়কে এক নতুন ইতিহাস বলেই মানছেন উদ্যোগতারা।

গত ৩১ জুলাই রাতে শিলিগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেন চার অভিযাত্রী। এরপর ট্রেনে দিল্লি হয়ে বাসে মানালি, সেখান থেকে তাঁরা পৌঁছান লাদাখে। অতঃপর শুরু হয় প্রকৃতির সঙ্গে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াই— প্রতিকূল আবহাওয়া, ঝড়, বৃষ্টি, পাহাড়ি ধস ও পথঘাটের অনিশ্চয়তা। অবশেষে ৯ অগাস্ট, প্রায় ১২ ঘণ্টার টানা প্রচেষ্টায় তাঁরা জয় করেন দুটি অজানা শৃঙ্গ।

পর্বতারোহী গণেশ সাহা বলেন, "অজানা শৃঙ্গে ওঠার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল অনিশ্চয়তা! কী ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপেক্ষা করছে, আগে থেকে বলা যায় না। সেখানেই লুকিয়ে থাকে রোমাঞ্চ, আর দায়িত্ব।"

অভিযানের সময় তীব্র জলসংকট ও খাদ্যের ঘাটতির সম্মুখীন হন তাঁরা। এমনকি ফিরে আসার পথে পাহাড়ি ধসে তাঁদের আটকে থাকতে হয়েছে দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টা। অভিযাত্রীদের মতে, এটি শুধু দুটি পর্বতশৃঙ্গ জয় নয়, বরং একটি আত্মজয়ের অভিযান। এই কৃতিত্বের মধ্য দিয়ে বাংলার পর্বতারোহণ ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত গড়লেন এই চার অভিযাত্রী।

# নাট্য ও অঙ্কনে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'-এ 'উমীদ ফাউন্ডেশন' এবং 'উত্তাল' নাট্যগোষ্ঠীর যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিশু-কিশোরদের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা। প্রায় ৭০ জন শিশু ও কিশোর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল উত্তালের প্রযোজনা— 'চায়ের সঙ্গে চাই'। অভিনয়ে ছিলেন শ্যাম ভট্টাচার্য, এষা বণিক, শুভম চক্রবর্তী ও দিয়া দত্ত। ছোট ও বড় সকল দর্শকের জন্য উপস্থাপিত এই নাটকের মাধ্যমে থিয়েটারের গুরুত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় তুলে ধরা হয়। শিশুদের মনে স্বাধীনতার বোধ ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটাতেই এই আয়োজন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

বই রিভিউ

# ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন 'An Insight into OB and Group Dynamics'

ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য শিক্ষার জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে "An Insight into OB and Group Dynamics" নামক একটি বই, যা ইতিমধ্যেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। বইটি যৌথভাবে রচনা করেছেন দুই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ—ড. ধনঞ্জয় চক্রবর্তী, BBA বিভাগের অধ্যাপক, এবং CMA ড. সূর্য নারায়ণ রায়, দিনহাটা কলেজের বাণিজ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ব্যবস্থাপনা শিক্ষা (Business Management) এবং বাণিজ্য শিক্ষা (Commerce)—এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে "অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার" ও "গ্রুপ ডায়নামিক্স" একটি মৌলিক ও অপরিহার্য অধ্যায়। তবে এই বইটির আলাদা করে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, এটি সহজ, প্রাঞ্জল এবং সহজবোধ্য ইংরেজি ভাষায় রচিত। ফলে শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষার্থী নয়, বরং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাও এই বইটি থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে। এই বইয়ের আরেকটি বড় গুণ হল—ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, CBSE ও ICSE বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। ফলে IIM, অন্যান্য B-school, কেন্দ্রীয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি স্কুল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এই বইটি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং BBA, MBA, B.Com এবং M.Com কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বইটি উপযোগী। প্রকাশের মাত্র এক মাসের মধ্যেই ২০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক এই বইটিকে তাঁদের পছন্দের ব্র্যান্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেই লেখকদের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। শিক্ষার জগতে এমন একটি বই শুধু একাডেমিক সাফল্যের পথ প্রশস্ত করছে না, বরং পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটি মানদণ্ড স্থাপন করছে।

**ডক্টর ধনঞ্জয় চক্রবর্তী**
বিবিএ বিভাগ, দিনহাটা কলেজ

# কচ্ছপযোদ্ধাদের গল্প এবার বিশ্বমঞ্চে

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কোচবিহারের বানেশ্বরের শিবদিঘি ও আশপাশের অঞ্চলের কচ্ছপরক্ষার সংগ্রামের গল্প পৌঁছে গেল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নির্মিত তথ্যচিত্র 'দ্যা টার্টল ওয়ারিয়র্স' ইতিমধ্যেই চারটি মর্যাদাপূর্ণ উৎসবে নির্বাচিত হয়েছে এবং একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও অর্জন করেছে।

সম্প্রতি ছবিটি মনোনীত হয়েছে কানাডার 'ক্যালগারি ইন্ডি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস' ও কলকাতার 'আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম উৎসব'-এ। এর আগে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছিল ব্রিটেনের 'ফ্রম আন্তর্জাতিক জলবায়ু চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৫'-এ এবং পুরস্কৃত হয়েছে ইতালির 'পালের্মো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার কথাকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই তথ্যচিত্রের প্রেক্ষাপট বানেশ্বরের শিবদিঘি ও আশপাশের এলাকা। বর্ষার মরশুমে

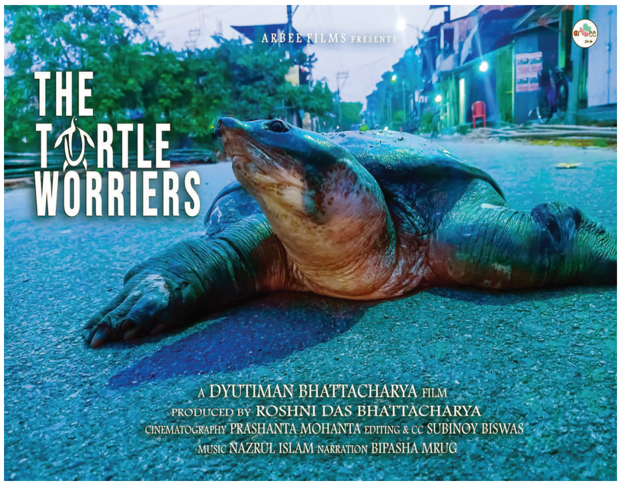


বিপন্ন প্রজাতির ব্ল্যাক সফটশেল টার্টল, স্থানীয় ভাষায় যাদের বলা হয় 'মোহন', তাদের জীবনের লড়াই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়।

রাস্তা পেরোতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার করুণ বাস্তবতা কিংবা তাদের রক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দা, স্বেচ্ছাসেবক, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও পুলিশের সম্মিলিত প্রচেষ্টা—সবই উঠে এসেছে এই তথ্যচিত্রে। চলচ্চিত্রটিতে 'মোহন রক্ষা কমিটি'-র কার্যকলাপ, স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ, পরিবেশবান্ধব শিক্ষার প্রচেষ্টা এবং শহরবাসীর আবেগ ও দায়বদ্ধতার প্রতিফলন ফুটে উঠেছে। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "দ্যা টার্টল ওয়ারিয়র্স শুধুমাত্র একটি তথ্যচিত্র নয়, এটি প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের কাহিনি। আন্তর্জাতিক স্তরে একের পর এক স্বীকৃতি পাওয়া শহরবাসীর সম্মান।"

পরিবেশবিদদের মতে, তথ্যচিত্রটি আগামী প্রজন্মকে সচেতন করবে এবং পরিবেশ রক্ষায় অনুপ্রেরণা জোগাবে। স্থানীয়দের উদ্যোগ, পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক স্তরের স্বীকৃতি—সব মিলিয়ে 'দ্যা টার্টল ওয়ারিয়র্স' এখন কোচবিহারের গৌরবের প্রতীক।

এই তথ্যচিত্রে সংগীত ও সুরের দায়িত্বে ছিলেন গিদাল নজরুল ইসলাম, ক্যামেরার কাজ পরিচালনা করেছেন প্রশান্ত মহান্ত, সম্পাদনার কাজ সামলেছেন সুবিনয় বিশ্বাস এবং কণ্ঠদান প্রাণ করেছেন বিপাশা মৃগ। বাঁশির সুর দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা দীপঙ্কর রায় ডাকুয়া। উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রটির প্রায় সব কলাকুশলীরই শিকড় উত্তরবঙ্গের মাটিতে, যা এই অঞ্চলের মানুষের গর্ব ও আবেগকে আরও গভীর করেছে।

# ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** গত ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার কোচবিহার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গভীর রাতে হোস্টেল থেকে উদ্ধার হল তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। মৃতার নাম অন্বেষা ঘোষ। সূত্রের খবর, রাত দেড়টা থেকে দু'টো নাগাদ সহপাঠীরা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তড়িঘড়ি হোস্টেলের ছাত্রীরা তাঁকে নামিয়ে নিকটবর্তী এক বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা অন্বেষাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ চত্বরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঠিক কী কারণে অন্বেষা এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

# জীব সেবার অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কথায় আছে 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর',আর ঠিক এই কথাকেই মাথায় রেখে ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার প্রায় শতাধিক অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করল, ডাওয়াগুড়ি জয়গুরু কৃষি সেবা সমিতি সংগঠন। এদিনের খাবারের তালিকায় ছিল মাছ, ডাল, ছোট মাছের চচ্চড়ি, মুড়িঘন্ট, চাটনি, পাপড় ও পায়েস। নিমন্ত্রিত অসহায় দরিদ্র মানুষেরা আয়োজন দেখে আপ্লুত হন। আমন্ত্রিত প্রমিলা বর্মন জানান, "টাকা পয়সার অভাবে আমরা অনেক সময় নিজের মনের মতো করে বাজার করে খেতে পারি না। তাই অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমাদের। তবে এই সংগঠনের আয়োজনে আমরা খুব খুশি।" সংস্থা সভাপতি অরূপ ভাওয়াল জানান, "আমরা সারা বছর ধরে নানান সমাজসেবা মূলক কাজ করে থাকি। দরিদ্র সেবা, বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু। আমরা সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। আগামী দিনেও আমাদের এই চেষ্টা জারি থাকবে।"

# বনকর্মীদের তৎপরতায় ব্যর্থ কাঠ পাচার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীদের তৎপরতায় অভিনব কায়দায় আড়াই লক্ষ টাকার সেগুন কাঠ পাচারের ছক ব্যর্থ হল। ২০ অগাস্ট বুধবার ভোররাতে অসম-বাংলা সীমান্তবর্তী কুমারগ্রাম ব্লকের মারাখাতা এলাকায় নজরদারির সময় একটি সন্দেহভাজন লরি আটক করে বনকর্মীরা। ওই লরির সামনে লাগানো ছিল 'অন আর্মি ডিউটি' লেখা স্টিকার—যা দিয়ে বন দপ্তরের নজর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পাচারচক্র।

নর্থ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শ্যামল মণ্ডলের নেতৃত্বে বনকর্মীদের একটি দল লালচান্দপুর এলাকায় টহল দেওয়ার সময় সন্দেহজনক লরিটিকে দাঁড় করানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে দ্রুতগতিতে গাড়িটি পালানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে বনকর্মীরা ধাওয়া করে লরিটি আটক করেন। বিপদ বুঝে পাচারকারীরা লরি ফেলে চম্পট দেয়। পরে গাড়িটি খুলে দেখা যায়, ত্রিপল দিয়ে ঢাকা লরির ভেতরে রয়েছে প্রায় ১০৫ সিএফটি সেগুন কাঠ। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। বন দপ্তরের অনুমান, এই কাঠ অসমে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল।

অতীতে বিভিন্নভাবে পাচার করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় পাচারকারীরা এবার সেনাবাহিনীর নাম ব্যবহার করে নিরাপদে কাঠ পাচার করার চেষ্টা করেছিল। তবে তা বনকর্মীদের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক অতীতে সেনাবাহিনীর নাম ব্যবহার করে কাঠ পাচারের ঘটনা নজরে আসেনি। ইতিমধ্যেই পাচারের সঙ্গে যুক্ত লরির মালিকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। পাশাপাশি, পুরো পাচারচক্রের মূল পান্ডাদের ধরতে জোর তল্লাশি চলছে।

# মিনি দুর্গা গড়েই খ্যাতির শিখরে দেবাশিস

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** পেশায় মুদি দোকানদার, নেশায় প্রতিমাশিল্পী। জলপাইগুড়ির রাখালদেবী এলাকার ৫৫ বছর বয়সি দেবাশিস ঝা মুগ্ধ করেছেন মাটির প্রতিমার অনন্য শিল্পকর্মে। তবে তাঁর বিশেষত্ব, তিনি গড়েন 'মিনি দুর্গা'। মাত্র ৫ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছোট ছোট দুর্গামূর্তিই তাঁকে এনে দিয়েছে আলাদা পরিচিতি। উত্তরবঙ্গ পেরিয়ে তাঁর প্রতিমার কদর পৌঁছেছে রাজস্থান, অসম, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালেও। ছোটবেলা থেকেই মাটির প্রতিমা তৈরিতে আগ্রহ ছিল দেবাশিসের। প্রথম দিকে বড় দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতেন তিনি। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল শিল্প

দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু করেন ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিমা তৈরি। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আজ তিনি এই শিল্পে দক্ষ। এবছর তিনি গড়েছেন চারটি মিনি দুর্গা— ৬, ৮, ১০ ও ১২ ইঞ্চির। ইতিমধ্যে একটি প্রতিমা বিক্রি হয়ে গেছে, আবার নেপাল থেকেও এসেছে অর্ডারের ফোন। তবে শুধুমাত্র এই শিল্প নির্ভর করে চলা সম্ভব হয়নি দেবাশিসের পক্ষে। সংসার চালাতে হয়েছে মুদিখানা দোকান খুলে, মাঝেমধ্যে করেন পুরোহিতের কাজও। তবু মিনি দুর্গা তৈরির নেশা তাঁকে ছেড়ে যায়নি। স্ত্রী বেবি ঝা স্বামীর শিল্পকর্মে সহায়তা করেন নিষ্ঠার সঙ্গেই। ছেলে হিপ্তেশ বর্তমানে আইটিআই-তে পড়াশোনা করছে।

আনন্দচন্দ্র কমার্স কলেজ থেকে স্নাতক দেবাশিস ঝা'র জীবনে চাকরি না পেলেও, হারিয়ে যাননি। দোকান চালিয়েও রঙ-তুলিতে রয়ে গিয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তা। দেবাশিস বলেন, "মিনি দুর্গার সাজ ও অস্ত্র বাজারে মেলে না। সব নিজের হাতেই বানাই। হয়তো এতে পেট ভরে না, কিন্তু প্রতিমা সাজানোর আনন্দই আসল তৃপ্তি।"

# যুবনেতা খুনে গ্রেপ্তার 'সুপারি কিলার'

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** ডোডেয়ারহাটে তৃণমূল যুবনেতা অমর রায় খুনের সপ্তাহ খানেক পর অবশেষে ধরা পড়ল সুপারিকিলার। ১৬ অগাস্ট শনিবার গভীর রাতে অসম-বাংলা সীমান্তের বক্সিরহাট নাকা চেকিংয়ে বিনয় রায় নামক এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি নাইন এমএম পিস্তল ও চারটি কার্তুজ। রবিবার ধৃতকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক আট দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। কোচবিহার-২ ব্লকের সিদ্ধেশ্বরী এলাকার বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করত বিনয়। পকসো ও ছিনতাই-সহ একাধিক মামলার সঙ্গে জড়িত ছিল সে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন অপরাধ করা ছিল তার নেশা ও পেশা। তবে অমর রায়কে খুনের বরাত কে বা কারা দিয়েছিল, কত টাকার চুক্তিতে এই খুনের রফা হয়েছিল—তা এখনও প্রকাশ করেনি পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

(সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, "ডোডেয়ারহাটের ঘটনায় বিনয় রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার দিন আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।"

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে ভয়াবহ তথ্য। এক-দুটি নয়, চারটি গুলি লেগেছিল অমরের শরীরে—দুটি মাথায় ও দুটি পেটে। এদিনের ঘটনায় অমরের গাড়ির চালক আলমগির হোসেনও গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়িতে রয়েছেন। অমরের বাবা মহিমচন্দ্র রায়ের দাবি, "প্রয়োজনে বিনয় রায়কে ছেড়েও দেওয়া হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যাদের চক্রান্তে খুনটা হয়েছে, তাদের ধরা হোক। তাদের শাস্তি না হলে আমার সন্তানের আত্মা শান্তি পাবে না।" একই সুরে অমরের মা কুন্তলা রায় বলেছেন, "যারা খুনটা করাল তাদের ধরতে হবে। অপরাধীরা যেন কেউ ছাড়া না পায়।"

অভিযুক্ত সুপারিকিলার ধরা পড়লেও মূল চক্রীদের গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের ক্ষোভ প্রশমিত হচ্ছে না। এখন সবার নজর পুলিশি তদন্তের দিকে।

# নদীভাঙন রোধের কাজের গুণমান ঘিরে বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** মানিকচকের মথুরাপুরে ফুলহর নদীর তীব্র ভাঙন রোধে চলা কাজের মান নিয়ে বচসায় জড়ালেন স্থানীয় দুই পক্ষ। ২০ অগাস্ট বুধবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শংকরটোলা এলাকায় ছড়ায় উত্তেজনা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকে।

মানিকচক থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ভোররাতে হঠাৎ করেই মথুরাপুর শংকরটোলা এলাকায় ভয়াবহ নদীভাঙন শুরু হয়। নদীর গর্ভে তলিয়ে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা, ক্ষতিগ্রস্ত হয় নদীপাড়ের একাধিক ঘরবাড়ি ও যানবাহন। একটি সিমেন্টের গোডাউন-সহ একাধিক স্থাপনাও নদীতে তলিয়ে যাওয়ার মুখে পড়ে। ঘটনার পরেই সেচ দপ্তর তৎপরতায় কাজ শুরু করলেও, স্থানীয়দের অভিযোগ—প্রথম দিন কাজ সন্তোষজনক হলেও, পরবর্তী দিনে কাজে গাফিলতি দেখা দেয়। নদীপাড়ে ফেলা বালির বস্তাগুলির অধিকাংশই আধা খালি বলে দাবি তাঁদের। এর প্রতিবাদ করতেই বচসার সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে।

একপক্ষের দাবি, ভাঙন রোধে নিম্নমানের কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজেদের লাভের পথ তৈরি করতে চাইছে। আর অন্যপক্ষের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজ আটকাতে চাইছে কিছু মানুষ। তর্কাতর্কি থেকে শুরু হয়ে হাতাহাতি, এমনকি হুমকির ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, "আমরা চাই কাজ সঠিকভাবে হোক।

নদীভাঙন প্রতি বছরই আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়।"

সেচ দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাঙনরোধের কাজে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

# উত্তরবঙ্গের প্রথম আদিবাসী সংগ্রহশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** উত্তরবঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার। জেলার মাঝেরডাবরি চা বাগানে গড়ে তোলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের প্রথম আদিবাসী সংগ্রহশালা। আগামী ২৪ অগাস্ট এই মিউজিয়ামের শিলান্যাস হতে চলেছে।

ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতেই 'আপনকথা' সংগঠন এবং মাঝেরডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে এই সংগ্রহশালা। চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, "আলিপুরদুয়ারের প্রায় ৯৫ শতাংশ চা শ্রমিকই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। তাঁদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্যই এই সংগ্রহশালা। পাশাপাশি ডুয়ার্সের পর্যটন ক্ষেত্রেও এটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।"

'আপনকথা'-র সম্পাদক পার্থ সাহা জানান, "প্রথমে আমাদের লক্ষ্য ছিল আদিবাসী সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করা। বইয়ের সংগ্রহশালা তৈরির মাধ্যমে সেই কাজ শুরু হয়েছিল। এখন সেই উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করে আদিবাসী সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস অনুযায়ী, আলিপুরদুয়ার জেলায় অন্তত ৪০টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। সাঁওতাল, রাভা, গারো, ডুকপা, ওরাওঁ, মেচ, মুন্ডা, তামাং, লিম্বু প্রভৃতি গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, পোশাক, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, লিপি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।

সময়ের স্রোতে বহু ঐতিহ্য আজ হারিয়ে যাওয়ার মুখে। সেইসব নেওয়া হয়েছে।"

আলিপুরদুয়ার জেলা হোটেল ও রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পবন পুরোহিত বলেন, "এই সংগ্রহশালা তৈরি হলে পর্যটনের দিক থেকেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজাভাতখাওয়া, বক্সা, জয়ন্তী, সিকিয়াঝোরা ঘুরতে এসে পর্যটকরা এবার আদিবাসী মিউজিয়ামেও ভ্রমণ করতে পারবেন।"

# সাংবাদিকের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সাংবাদিক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কোচবিহারের বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমিতেশ ঘোষের অকাল প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সাংবাদিক মহলে। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সমাজ ও রাজনীতির নানান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নিরপেক্ষ এবং সাহসী ভূমিকা রেখেছেন সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে। তার লেখা ও বিশ্লেষণ পাঠকদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলত। ২০ অগাস্ট বুধবার সকালে ঘুঘুমারি এলাকায় তার নিজস্ব দোকান ঘর থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। আচমকা এই দুর্ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সহকর্মী সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও। সুমিতেশবাবুর মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়েছেন জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সমাজকর্মী, এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। সামাজিক মাধ্যম জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে শোকবার্তা। সাংবাদিক মহলের অনেকেই জানিয়েছেন, তার এই চলে যাওয়া সংবাদজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

# 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশনায় জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের কুমলাই হাট গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০ অগাস্ট বুধবার অনুষ্ঠিত হল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। পাহাড় ও ডুয়ার্স অঞ্চলে টানা বৃষ্টির মাঝেও এলাকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ—বিশেষত চা বলয়ের শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দারা—নিজ নিজ সমস্যার কথা জানাতে হাজির হন এই জনমুখী ক্যাম্পে।

এদিন রাজ্যের শ্রমদপ্তর ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সরেজমিনে ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী তিন মাসের মধ্যেই উত্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। কর্মসূচিতে মন্ত্রীকে আদিবাসী নৃত্য ও নেপালি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই 'নেপালি ভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়াও, এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী ও জনস্বাস্থ্য কর্মদক্ষ মহুয়া গোফ, সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

# জন্মাষ্টমী পুজোয় মাতোয়ারা দাস পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** প্রতিবছরের মতো এবছরও ভক্তিভরে জন্মাষ্টমী পালন করল জলপাইগুড়ির পাতকাটা কলোনির দাস পরিবার। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৬ অগাস্ট শনিবার দাস বাড়িতে দেখা গেল এক বিশেষ আয়োজন—প্রিয় গোপালের জন্য নিরামিষ কেক তৈরি করেছেন তরুবালা দাসের নাতনি প্রিয়া দাস। কেকের সঙ্গে ছিল তালের বড়া, নারকেলের নাড়ু, পায়েস, লুচি, মাখন ও ক্ষীর। নিয়ম নিষ্ঠার সহিত সকালে স্নান করিয়ে গোপালকে নতুন পোশাকে সাজিয়ে পূজা অর্চনায় মেতে ওঠেন দাস পরিবার ও আশপাশের বাসিন্দারা।

# টোটোর ব্যাটারি চুরি কাণ্ডে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** ফুলবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বিগত কয়েক মাস ধরে টোটোর ব্যাটারি চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছিল। এমন চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ফুলবাড়ী- জটিয়াকালী এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশের কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ার পর অবশেষে তৎপর হয় এনজেপি থানার পুলিশ। দীর্ঘ চার মাসের তদন্ত শেষে গ্রেফতার করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ এপ্রিল জটিয়াকালীর বাসিন্দা দীপঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর টোটোর ব্যাটারি চুরি যাওয়ার অভিযোগ দাখিল করেন এনজেপি থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। দীর্ঘ চার মাস যাবত বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অবশেষে ১৫ অগাস্ট শুক্রবার ফুলবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় মেহেবুব খান নামক এক দুষ্কৃতিকে। ধৃতের বাড়ি জটিয়াকালী এলাকাতেই। পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল সে। ধৃতের হেফাজত থেকে চুরি যাওয়া দুটি ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

# প্রাক্তন মন্ত্রী দিনেশ চন্দ্র ডাকুয়াকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সিপিআইএম নেতা দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়ার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কোচবিহার জেলা। ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার বেলা দুটো নাগাদ প্রয়াত নেতার মরদেহ নিয়ে আসা হয় কোচবিহার জেলা সিপিআইএম দপ্তরে। সেখানে দলের প্রবীণ ও নবীন নেতৃত্ববৃন্দ শেষ শ্রদ্ধা জানান এই বর্ষীয়ান নেতাকে। সিপিআইএম-এর জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন অনন্ত রায়, তমসের আলী সহ একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। শ্রদ্ধা জানানোর সময় আবেগঘন হয়ে পড়েন অনেকে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দীনেশবাবুর অবদান স্মরণ করেন তাঁর সহকর্মীরা। দলীয় কার্যালয়ে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। উল্লেখযোগ্যভাবে, দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই মোতাবেক তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে। জেলার রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এই বর্ষীয়ান নেতার প্রয়াণে। বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে শোকবার্তা জানানো হয়েছে।

# অজানা গন্ধে আতঙ্কে পৌরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** পুরাতন মালদা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাঞ্চনপল্লী এলাকায় রহস্যজনক গন্ধে ছড়িয়েছে তীব্র আতঙ্ক। সম্প্রতি প্রায় পনেরো দিন ধরে এলাকার একটি ফাঁকা জায়গা থেকে অজানা গন্ধ বেরোচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। গন্ধের প্রকৃতি কিংবা উৎস সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নন। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, গন্ধটি কোনো ধরনের জ্বালানি গ্যাস বা রাসায়নিক পদার্থের হতে পারে। অনেকেই জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই গন্ধে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। অনেকে ইতিমধ্যেই ওই ফাঁকা জায়গার আশপাশে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন। শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে উদ্বেগ আরও তীব্র হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে গন্ধের উৎস সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এতদিন কেটে গেলেও প্রশাসনিক পদক্ষেপ খুব ধীর গতিতে চলছে, যা আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলর জান্নাতুন নেসা বলেন, "আমরা এই ঘটনার খবর পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি।"

এদিকে, এলাকার পরিবেশ যেন দিনে দিনে আরও বিষাক্ত হয়ে উঠছে বলে দাবি বাসিন্দাদের একাংশের। দ্রুত গন্ধের উৎস চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

# মাছ ধরার জালে ধরা পড়ল অজগর

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জলডুমুর পাড়ার পিপলতলা কলোনিতে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল স্থানীয় বাসিন্দারা। মাছ ধরার জালে ধরা পড়ল একটি বিশাল অজগর! গত ১৮ অগাস্ট সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীমতি সাহানি প্রতিদিনের মতো সাহু নদীতে মাছ ধরার জাল ফেলেছিলেন। সকালে জাল টানতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। মাছের বদলে জালে জড়িয়ে রয়েছে একটি বিশাল আকারের অজগর। হঠাৎ এমন দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলে আশেপাশের মানুষজন ছুটে আসেন।

মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। তড়িঘড়ি বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হলে, বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। ঘটনার পর শ্রীমতি সাহানি বলেন, "এমন ঘটনা জীবনে প্রথম দেখলাম। ভেবেছিলাম বড়সড় মাছ ধরা পড়েছে, কিন্তু এত বড় অজগর সাপ জালে আটকে যাবে, তা কল্পনাও করিনি।"

# জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিসে পদক জিতল জেম

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** জাতীয় স্তরে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতে দেশের ক্রীড়ামঞ্চে আবারও শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করল জেম মহালানবিষ। সম্প্রতি গুজরাটের ভদোদরায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দেশজুড়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলেছে এই খুদে প্রতিভা। গত ৮ অগাস্ট থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত চলা এই প্রতিযোগিতায় শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে ছিল জেম। ধারাবাহিক জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে যায় সে। যদিও সেমিফাইনালে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে অল্পের জন্য পরাজিত হয়, তবে তার আগে পর্যন্ত তার পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে ক্রীড়ামহলকে। জেমের এই কৃতিত্বে শিলিগুড়ির ক্রীড়ামহলে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ও আনন্দের ঢেউ বইছে। ক্রীড়াপ্রেমীরা বলছেন, ছোটবেলা থেকেই জেম টেবিল টেনিসে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছে। তার পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং খেলাধুলার প্রতি আবেগ তাকে আগামী দিনে আরও উঁচু মঞ্চে পৌঁছে দেবে। প্রশিক্ষক ও পরিবারও সন্তানের এই সাফল্যে গর্বিত। নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদদের কাছে অনুপ্রেরণার নাম হয়ে উঠছে জেম মহালানবিষ। তার লক্ষ্য এখন আরও বড়—দেশের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

## প্রয়াত ভেস পেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** প্রয়াত হলেন প্রাক্তন অলিম্পিক পদকজয়ী হকি তারকা ও বিশিষ্ট ক্রীড়া চিকিৎসক ভেস পেজ। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ১৪ অগাস্ট বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর প্রয়াণে শোকাহত ক্রীড়ামহল।

# দাবা প্রতিযোগিতায় সেরা কৌস্তভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** সম্প্রতি সারা বাংলা দাবা সংস্থা ও দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার তত্ত্বাবধানে শিলিগুড়ি চেস গার্জিয়ান ক্লাব আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় ওপেন বিভাগে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জিতেছেন কৌস্তভ কুন্ডু।

৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেন যথাক্রমে সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায় (৮.৫ পয়েন্ট) ও রাহুল গুরুং (৮ পয়েন্ট)। শিলিগুড়ির সম্যক ধারেয়া ৭.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে শেষ করেন। অন্যান্য বয়স বিভাগের মধ্যে অনূর্ধ্ব-৯-এ প্রথম তিন স্থানে রয়েছেন অহর্নিশ নন্দা, মানস ও প্রদ্যুত জানা, অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে সেরা তিন হলেন ঐশানি দে, সুরনয় দাস ও নিশান মন্ডল, অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে প্রথম তিন হন শ্রেয়ান বাগ, শ্রেয়স্কর তাঁতি ও সোমার্য সরকার, অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে শীর্ষে ছিলেন অমিয়াংশু ভাওয়াল, শ্রীনিকা ঘোষ ও শীর্ষদীপ বর্মন।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সভাপতি শিবিকা মিত্তাল ও প্রতিযোগিতার চিফ আরবিট্রেটর অসিতবরণ চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

# আন্তর্জাতিক যোগাসন মঞ্চে রতন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**গাজোল:** আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের হয়ে যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছেন গাজোলের একলাখি গ্রামের বাসিন্দা রতন মন্ডল। আগামী অক্টোবর মাসে কুয়ালালামপুরে আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন তিনি। সম্প্রতি কেরলে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন বছর বিয়াল্লিশের রতন, যেখানে সর্বসাধারণ বিভাগের 'ট্র্যাডিশনাল যোগাসন' বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করেন তিনি।

রতনের যোগগুরু শ্যাম মন্ডল জানিয়েছেন, "মাস তিনেক আগে রতন আমার কাছে যোগাসনের প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। এরপর থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলছে। কয়েক মাস আগে নবদ্বীপে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম দশে স্থান পান রতন। সেখান থেকেই জাতীয় স্তরের জন্য নির্বাচিত হন তিনি।"

# তাইকোয়ান্দো স্টেট গেমসে ১৪ খেলোয়াড়, লক্ষ্য পদক

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** জেলার ক্রীড়া প্রতিভাকে রাজ্যস্তরে তুলে ধরতে কোচবিহারের ১৪ জন প্রতিযোগী এবার অংশ নিতে চলেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট স্কুল গেমস ২০২৫-এর তাইকোয়ান্দো প্রতিযোগিতায়। আগামী ২৫ ও ২৬ অগাস্ট কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলনী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার জন্য কোচবিহার জেলার ১৪টি বিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত হয়েছে ১৪ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তাঁরা নিয়মিত কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ২২ অগাস্ট, শুক্রবার কোচবিহার রাজবাড়ী স্টেডিয়ামে দেখা যায় তাঁদের জোরদার প্রশিক্ষণ পর্ব।

এই দলের প্রশিক্ষক বিশু রায় বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে নিরন্তর ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। লক্ষ্য একটাই—পদক জিতে কোচবিহারের মুখ উজ্জ্বল করা। প্রতিটি খেলোয়াড়ই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।"

প্রতিযোগীরাও জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত এবং প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে চলেছেন। এক প্রতিযোগীর কথায়, "আমরা বিপক্ষ প্রতিযোগীদের কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। কঠোর অনুশীলন করছি যাতে কোচবিহারে পদক নিয়ে ফিরতে পারি। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আমরা ভীষণ খুশি।"

# ঝটিকা সফরে সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** ব্যক্তিগত বিপদের মধ্যেও প্রতিশ্রুতি রক্ষার নজির স্থাপন করলেন প্রাক্তন ভারত ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তা সত্ত্বেও পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৪ অগাস্ট বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে পৌঁছালেন তিনি। একটি বাণিজ্যিক সংস্থার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সৌরভের এই ঝটিকা সফর। শহরে পা রাখতেই 'মহারাজ'কে ঘিরে দেখা যায় প্রবল উন্মাদনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনুরাগীরা তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার ও সেলফি নেওয়ার হিড়িকে মেতে ওঠেন। তবে এই সফরে কোনও ক্রিকেট সংক্রান্ত কর্মসূচি ছিল না।

# গোল্ড মেডেল জিতলেন সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল জিতলেন কোচবিহারের মেয়ে সমাপ্তি দাস সাহা। ৫১ কেজি বডিওয়েট ও ৫৩ কেজি ক্যাটাগরিতে ওপেন ক্লাসিক এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন তিনি। নেপালে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল জিতে সবার নজর কেড়েছেন সমাপ্তি। গত ১৫ অগাস্ট থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ওই প্রতিযোগিতা। সমাপ্তির সাফল্যে খুশি ক্রীড়াপ্রেমী থেকে শুরু করে শহরবাসী।

# গোষ্ঠ পালের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** ২০ অগাস্ট বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালের ১৩০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ, ধর্মেন্দ্র পাঠক, শুভ্র দে, পরিতোষ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

# চ্যাম্পিয়ন মোহরগাঁও

নিজস্ব প্রতিবেদন

**চালসা:** কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের 'বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি' ফুটবল টুর্নামেন্টে ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার মোহরগাঁও স্পোর্টিং ক্লাব ৩-১ গোলে পরাজিত করে বাতাবাড়ি ফিনিক্স স্পোর্টিং ক্লাবকে। মোহরগাঁওয়ের হয়ে একটি করে গোল করেন রাজীব মুন্ডা ও রাহুল মুন্ডা। দলের তৃতীয় গোলটি আত্মঘাতী।

# আইশার ট্রাকস অ্যান্ড বাসেস এর 2S ডিলারশিপ উদ্বোধন

**কলকাতা:** VE কমার্শিয়াল ভেহিকেলস লিমিটেড (VECV) এর একটি ব্যবসায়িক ইউনিট আইশার ট্রাকস অ্যান্ড বাসেস, পশ্চিমবঙ্গের বারাসতে তাদের নতুন 2S ডিলারশিপ, ফিউচার অটোমোবাইল এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্বোধনের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক করিডোরে কৌশলগতভাবে অবস্থিত, এই সুবিধাটি কলকাতার গ্রাহকদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে সহায়তা করার জন্য অবস্থিত।

এই ডিলারশিপ বারাসাতে উন্নত আপটাইম প্রদানের জন্য আইশারের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে, যা তার সমৃদ্ধ ফল ও সবজি ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি পণ্য এবং বাজার লোড পরিচালনার জন্য পরিচিত।

আইশারের ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ট্রাক এবং বাসের পরিসর কলকাতা, হাওড়া এবং আশেপাশের অঞ্চলের গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সেরা জ্বালানি দক্ষতা, সংযুক্ত সমাধান এবং বিভাগ-নির্দিষ্ট উদ্ভাবনের মাধ্যমে, কোম্পানিটি এই অঞ্চলের ব্যবসাগুলিকে টেকসই এবং লাভজনকভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম করছে।

উদ্বোধন প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে, VECV-এর গ্রাহক পরিষেবা, খুচরা উৎকর্ষতা এবং নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্টের ইভিপি রমেশ রাজাগোপালন বলেন, "বারাসতে ফিউচার অটোমোবাইল এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডের নতুন ডিলারশিপের উদ্বোধন আমাদের গ্রাহকদের চমৎকার অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে। এটি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের গ্রাহকদের আরও দক্ষতা এবং লাভজনকতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়।"

প্রায় ২২,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, একাধিক সার্ভিস সহ, আধুনিক এই সুবিধাটি উন্নত সরঞ্জাম, ডায়াগনস্টিক সিস্টেম এবং আসল খুচরা যন্ত্রাংশ দিয়ে সজ্জিত।

ফিউচার অটোমোবাইল এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি নতুন ডিলারশিপ খুলেছে। এই ডিলারশিপ গ্রাহকদের কাছে সহজে পৌঁছাতে এবং যানবাহন পরিষেবার জন্য দ্রুত টার্নঅ্যারাউন্ড প্রদান করে।

কোম্পানিটি BS VI EUTECH6 প্ল্যাটফর্মের উপর নির্মিত ট্রাক এবং বাস সহ বিস্তৃত বাণিজ্যিক যানবাহন সরবরাহ করে। আইশারের আইশার আপটাইম সেন্টার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ডায়াগনস্টিকস, রিয়েল-টাইম সহায়তা এবং উন্নত যানবাহনের প্রাপ্যতা প্রদান করে।

# দিল্লিতে সমাপ্ত ফ্লিপকার্ট সেলার সামিট ২০২৫

**দুর্গাপুর:** ফ্লিপকার্ট তার বিক্রেতা বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত এবং ভারতের ডিজিটাল প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আয়োজন করে চলেছে ফ্লিপকার্ট সেলার সামিট।

২০২৫ সালের নয়াদিল্লির সিরিজ ইতিমধ্যেই এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠানে সুরাট, জয়পুর এবং দিল্লি থেকে ৮,০০০ জনেরও বেশি বিক্রেতা এবং এমএসএমই অংশগ্রহণ করে। এখানে ভোক্তা চাহিদা ও বাজারের সুযোগ, এমএসএমই সক্ষমতা, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই প্রবৃদ্ধির বিষয়ে সেশন রাখা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ ভেঙ্কটেশ যোশী এমএসএমই-এর ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসার উন্নতিতে সহজ পদ্ধতির প্রচারে ফ্লিপকার্টের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।

# কলকাতা ইউনিটের সঙ্গে পূর্ব ভারতে মণিপাল হসপিটালের সম্প্রসারণ

**তমলুক:** ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, মণিপাল হসপিটাল কলকাতার মাধ্যমে পূর্ব ভারতে তার উৎকর্ষতা প্রসারিত করে চলেছে। ৩৮টি নার্সিংহোম এবং ১০,৫০০+ শয্যা বিশিষ্ট ভারতের বৃহত্তম হসপিটাল নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে, এই কলকাতার ইউনিট যত্ন, পরিষেবা এবং ক্লিনিক্যাল উৎকর্ষতার গুণমান বজায় রেখেছে।

কলকাতা এবং শিলিগুড়িতে সাতটি নার্সিংহোমে তারা মোট ১,২০০ শয্যা, ৪৫০+ আইসিইউ শয্যা অফার করে। এবং ১,১০০ জনের বেশি ডাক্তার থাকছে। এই নার্সিংহোম পূর্ব ভারতের প্রথম ওয়্যারলেস পেসমেকার পদ্ধতির প্রচারে এবং ১,০০০ টিরও বেশি রোবট-চালিত হাঁটু প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারে মাইলফলক অর্জন করেছে। মণিপাল হসপিটাল কলকাতা সহ পূর্ব ভারতের রোগীদের বিশ্বমানের যত্ন এবং সময়োপযোগী চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

# গ্রাহকদের বিমা চাহিদা পূরণের জন্য বাজারে এলো এসবিআই লাইফ-এর 'স্মার্ট শিল্ড প্লাস'

**শিলিগুড়ি:** এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বেসরকারি জীবন বিমা সংস্থা, গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান সুরক্ষা চাহিদা পূরণের জন্য নতুন 'এসবিআই লাইফ - স্মার্ট শিল্ড প্লাস' চালু করেছে। এটি একটি ব্যক্তিগত, নন-লিঙ্কড, নন-পার্টিসিপেটিং, বিশুদ্ধ ঝুঁকিপূর্ণ জীবন বিমা, যা একটি নমনীয় এবং স্কেলযোগ্য মেয়াদি বিমা পরিকল্পনা অফার করে।

এই পরিকল্পনাটিকে আরও সহজ এবং অর্থবহ করে তুলতে এসবিআই তিনটি বিকল্প অফার করেছে - লেভেল কভার, ইনক্রিজিং কভার এবং লেভেল কভার উইথ ফিউচার প্রুফিং বেনিফিট। ভবিষ্যৎকে সুন্দর গড়ে তুলতে এটি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক জুড়ে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বগুলিকে পালন করার জন্য একটি আদর্শ সমাধান। বর্তমানে, পণ্যটি ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল উভয় মাধ্যমেই পাওয়া যাচ্ছে, ঝামেলামুক্ত ডকুমেন্টেশন সহ।

কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার মিঃ এম আনন্দ বলেন, "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ক্রমাগত উন্নয়নের সাক্ষী হচ্ছে, যার ফলে, নাগরিকরাও বদলাচ্ছে তাদের বিমা চাহিদা। তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আমরা 'স্মার্ট শিল্ড প্লাস' ডিজাইন করেছি, যা তাদেরকে আর্থিক সুরক্ষার জন্য সক্রিয়, অবগত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।"

তিনি আরও যোগ করে বলেন, "এই বিমাটি কেবল আর্থিক সুরক্ষায় দেবে না, বরং গ্রাহকদের আর্থিক যাত্রায় একজন সক্রিয় সহায়ক হিসাবেও কাজ করবে।"

পণ্যটি সম্পর্কে বিশদ জানতে লিঙ্কে ক্লিক করুন: https://www.sbilife.co.in/en/individual-life-insurance/protection-plans/smart-shield-plus.

# ফুটওয়্যার সেগমেন্টে নতুন যুগের সূচনা করেছে তিতাস

**শিলিগুড়ি:** কলকাতার সনামধন্য ফুটওয়্যার কোম্পানি তিতাস, তাদের প্রবৃদ্ধির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক যোগ করে 'তিতাস ফুটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। গ্লোবাল ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারক্রাফ্ট ইন্ডাস্ট্রিজের অধীনে ফুটওয়্যার বিপণন ও উৎপাদনে তিন দশকের ঐতিহ্যের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা নিজেদেরকে এই নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এদিকে, কলকাতার মোহতা পরিবার এই কোম্পানিতে একটি উল্লেখযোগ্য ইক্যুইটি বিনিয়োগ করে প্রোমোটারের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেছে। ফলে, তিতাসের পরবর্তী পর্যায়ের নির্দেশনার জন্য মিঃ অনিরুদ্ধ মোহতার নেতৃত্বে একটি নতুন দল নিযুক্ত করা হয়েছে, যা আধুনিকীকরণ এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবন প্রদানের দিকে নজর দেবে।

এই প্রসঙ্গে তিতাস ফুটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক মিঃ অনিরুদ্ধ মোহতা বলেন, "ভারতের গতিশীল পাদুকা বাজারের কথা মাথায় রেখে ব্র্যান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা ₹৫০ কোটি বিনিয়োগ, খুচরা বিক্রয় এবং বিতরণ সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা করেছি, যা তিতাসকে সবচেয়ে পছন্দের পারিবারিক ফুটওয়্যার গন্তব্য করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।"

এই স্কেল-আপকে সমর্থন করার জন্য কার্যকরী জটিলতাগুলি দূর করতে এবং তৎপরতা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ সিস্টেমগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

# সঙ্গীতের মেহফিলে পরিণত হচ্ছে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল' শো

**কলকাতা:** ১৬ আগস্ট, শনিবার টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় সঙ্গীতের মেহফিলে পরিণত হচ্ছে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য, বিশাল দাদলানি, শেখর রাভজিয়ানি, শান এবং নীতি মোহন কপিল এবং তার দলের সাথে যোগ দিয়েছেন একটি পর্বের জন্য।

কপিল নানা পাটেকরকে অনুকরণ করেন এবং পরামর্শ দেন যে আজকের বাচ্চারা নানা পাটেকর এবং সানি দেওলের মতো দেশপ্রেমিক বলিউড নায়কদের পছন্দ করে। কিংবদন্তি বিশাল-শেখর একটি উত্তেজনাপূর্ণ বন্দে মাতরম দিয়ে শুরু করেন এবং তারপরে প্যার মে কাভি কাভি থেকে ফাইটার পর্যন্ত একটি স্মৃতিকাতর যাত্রা শুরু করেন, সঙ্গীত, সুর এবং পারস্পরিক ক্ষমার ২৫ বছরের সূচনা করে। শান তার "সুনো না" কণ্ঠে কণ্ঠস্বর করে স্মৃতিকাতরতাকে জীবন্ত করে তোলে। নীতি তু হ্যায় তো-এর সাথে রোমান্স যোগ করেন।

বিশালের ভুল বোঝাবুঝি লুধিয়ানার বিয়ের "হুমকি" থেকে শুরু করে শানের স্ক্রিপ্ট-বিহীন কমেডি চলচ্চিত্রে অভিষেক, বিশাল-শেখর এবং শান উভয়কেই একসাথে প্রবর্তনকারী প্রথম গান পর্যন্ত, এটি হাসি এবং স্মৃতির মিশ্রণ।

মেহফিলটিকে পুরোদমে তাণ্ডবে পরিণত করে, সুনীল গ্রোভার, চরিত্রটি গিরগিটি, এবার ফুলজার সাবে রূপান্তরিত হয়, যা গুলজার সাব এবং উচিত নারায়ণের এক অদ্ভুত অনুকরণ, কৃষ্ণ অভিষেকের দাদা গায়কদের সাথে জুলি জুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে, এবং কিকু শারদার ঝাপ্পি দা সেটটি হাসিতে ফেটে পড়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে, এই অনুষ্ঠানটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদ এবং প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী সুপারফ্যান সিমরান শর্মাকে তার স্বামী এবং কোচ গজেন্দ্র সিংহের সাথে সম্মান জানাবে, এমন একটি মুহূর্ত যা আপনাকে সত্যিকার অর্থেই রোমাঞ্চিত করে তুলবে। এই জুটি দর্শকদের মধ্যে গর্ব জাগিয়ে তোলে, যখন তারা তাদের সাফল্যের যাত্রার কথা বর্ণনা করেন।

# তানিষ্ক-এর নতুন আউটলেট কলকাতার বারুইপুরে

**বারুইপুর:** তানিষ্ক, টাটা পরিবারের সবচেয়ে বড় জুয়েলারি রিটেল ব্র্যান্ড, সম্প্রতি কলকাতার বারুইপুরে তাদের নতুন স্টোর চালু করেছে, যার উদ্বোধন করেছেন টাইটান কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ সি কে ভেঙ্কটরমন এবং তানিষ্কের সার্কেল বিজনেস হেড মিঃ অলোক রঞ্জন। এর অংশ হিসেবে, গ্রাহকরা তাদের প্রতিটি কেনাকাটায় বিনামূল্যে একটি সোনার মুদ্রা জিতে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। অফারটি চলবে ১৪ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট পর্যন্ত।

৫০০০ বর্গফুট পর্যন্ত বিশাল এরিয়া জুড়ে অবস্থিত স্টোরটিতে তানিষ্কের বিখ্যাত গহনার ডিজাইনের বিস্তৃত কালেকশনে রয়েছে ঝলমলে দৈনন্দিন পোশাকের গহনার জন্য 'গ্ল্যামডে', হালকা গহনার জন্য 'স্ট্রিং ইট' সহ সূক্ষ্ম হীরা, কুন্দন এবং পোলকির সমাহার।

অভিজ্ঞতাকে আরও সুন্দর করে তুলতে স্টোরে 'আলো' প্রদর্শন করা হবে, কারণ 'আলো' বাঙালি নারীদের অটল শক্তি। এছাড়াও, থাকছে উৎসব এবং বিবাহের চুড়ির জন্য 'কোনকথা' এবং বিবাহের গহনার সাব-ব্র্যান্ড 'রিভা'-এর অত্যাশ্চর্য গহনা।

টাইটান কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ সি কে ভেঙ্কটরমন বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ তানিষ্কের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার, কারণ এখানে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সূক্ষ্ম কারুশিল্প এবং গহনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা একটি গল্প বলে।"

এদিকে, তানিষ্কের সার্কেল বিজনেস হেড মিঃ অলোক রঞ্জন জানান, "বারুইপুরে এই নতুন স্টোরটি চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত, যা কলকাতার গ্রাহকদের কাছে আস্থা, কারুশিল্প এবং মার্জিততার প্রতিশ্রুতির সাথে আমাদেরকে তাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে।"

# ডেলয়েট ইন্ডিয়া প্যারালিম্পিক গৌরব উদযাপন করছে

**কলকাতা:** ভারতের ভবিষ্যৎ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হচ্ছে যারা সীমানা ছাড়িয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস করে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রচেষ্টা করে। ডেলয়েট ইন্ডিয়া আজ বৈচিত্র্যময় প্রতিভার সাথে যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, ১৮ বছর বয়সী শীতল দেবীর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, যিনি বিশ্বের প্রথম মহিলা প্যারা তীরন্দাজ এবং প্যারালিম্পিক পদকপ্রাপ্ত। উপহাসের পরেও ১৫ বছর বয়সে ধনুক তুলে, ১৬ বছর বয়সে বিশ্ব নম্বর ১ হয়ে ওঠে, অর্জুন পুরস্কার এবং ১৭ বছর বয়সে প্যারালিম্পিক ব্রোঞ্জ অর্জন করে।

সাউথ এশিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোমাল শেট্টি বলেন, "ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি তার জনগণের মধ্যে। শীতলের যাত্রা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ যে স্থিতিস্থাপকতা সুযোগের সাথে মিলিত হলে কী অর্জন করা যায়। আমাদের লক্ষ্য কেবল ভারতের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা নয়, বরং সুযোগ তৈরি করে, প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে এবং ভারতের প্রতিভা বিকাশের জন্য সঠিক বাস্তুতন্ত্র প্রদান করে মহানগরের বাইরেও এটিকে সক্রিয়ভাবে সক্ষম করা"।

শীতল দেবী বলেন, "মঞ্চে পৌঁছানোর যাত্রা কখনোই কেবল একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না, এটি তাদের উপর নির্ভর করে যারা আপনার উপর বিশ্বাস করে এবং আপনাকে আরও উঁচু লক্ষ্য অর্জনের আত্মবিশ্বাস দেয়। ডেলয়েট ইন্ডিয়ার উৎসাহ কেবল একটি ইঙ্গিতের চেয়েও বেশি কিছু, এটি একটি বিবৃতি যে প্রতিভা, তার সমস্ত রূপে, দেখা, উদযাপন এবং সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। আমি আশা করি আমার গল্প অন্যদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে, তাদের স্বপ্ন অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে"

শীতলের মতো গল্পগুলিকে উদযাপন এবং প্রশস্ত করে, ডেলয়েট ইন্ডিয়া দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, এর জনগণের উপর বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

# ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি অ্যাপে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন লাইভ

**শিলিগুড়ি:** ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে, ভি-এর কন্টেন্ট অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্ম ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি, ভারতের স্বাধীনতার অনুপ্রেরণামূলক এবং বিনোদনমূলক উদযাপনের জন্য লাইভ ইভেন্ট, দেশাত্মবোধক সিনেমা এবং প্রিমিয়াম OTT শো-সবই এক জায়গায় একত্রিত করছে।

এই স্বাধীনতা দিবসে, ভি গ্রাহকরা দেখতে পারবেন: ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি অ্যাপে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের লাইভ স্ট্রিমিং: পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান এবং নয়াদিল্লির লাল কেল্লা থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ। এটি সমস্ত ভি ব্যবহারকারীরা সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই উপভোগ করতে পারবেন।

বিশেষ ওয়াচলিস্ট: কোম্পানিটি একটি বিশেষ ওয়াচলিস্ট তৈরি করেছে যা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেমন জিওহটস্টার, সনি লিভ, জি৫ এবং আরও অনেক কিছু থেকে সেরা কন্টেন্ট এক জায়গায়, শুধুমাত্র একটি রিচার্জের মাধ্যমে একত্রিত করে। কিউরেটেড তালিকায় উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক (জেডএ৫), মুখবির - দ্য স্টোরি অফ আ স্পাই (জেডএ৫), স্যাম বাহাদুর (জেডএ৫), অভ্রদ: দ্য সিজ উইদিন (সনিলিভ), নীরজা (জিওহটস্টার) এবং এছারাও অনেক শিরোনাম রয়েছে।

মাত্র ১৫৪ টাকা থেকে শুরু হওয়া প্ল্যানগুলির মাধ্যমে, ১৭টি শীর্ষ OTT প্ল্যাটফর্মে সহজ অ্যাক্সেস অফার করে, যার ফলে ব্লকবাস্টার সিনেমা, প্রিমিয়াম শো এবং লাইভ ইভেন্টগুলি যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় উপভোগ করা সহজ হয়।

# গ্রামীণ ভারতের আরও কাছে পৌঁছাতে টাটা সল্টের নতুন প্রয়াস

**শিলিগুড়ি:** এই ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে ভারতের এক নম্বর আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্র্যান্ড, টাটা সল্ট, ভারতীয়দের হৃদয় স্পর্শ করার জন্য নতুন প্রচারণা 'নমক হো টাটা কা... টাটা নমক' সম্প্রসারণ করছে। এর মাধ্যমে মানসিক বিকাশে আয়োডিনের ভূমিকার বিষয়ে তারা তাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ডিজিটাল এবং টেলিভিশনে উপস্থিতির সাথে, তারা এখন ভারতের গ্রাম ও আধা-শহুরে অঞ্চলের পরিবহনকে কাজে লাগিয়ে তাদের এই জিঙ্গেলটি বিভিন্ন শহরের বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে ভ্যান, রেলস্টেশন সব জায়গাগুলিতেই বাজাচ্ছে। যাতে, নিত্য যাত্রীদের কাছে পৌঁছানো যায়। এমনকি, বিহারের ২৮টি শহরে প্রচারণার জন্য আয়োডিন এক্সপ্রেস নামে একটি ভ্যান অ্যাক্টিভেশন চালু করেছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে আয়োডিনের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে টাটা সল্ট পর্দা থেকে রাস্তায় ভ্রমণকারী শব্দ এবং গুরুত্বপূর্ণ বার্তার মাধ্যমে সকলের সাথে স্থায়ী সংযোগ তৈরি করে চলেছে।

পাশাপাশি, কোম্পানি তাদের আইকনিক সোনিক পরিচয়কে সকলের কাছে ছরিয়ে দিতে, মোট চারটি চলচ্চিত্রের প্রকাশ করেছে, যা সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবং জাতীয় উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আয়োডিন গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। কারণ, এটি শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশে অত্যন্ত জরুরি। এর লক্ষ্য হল একটি শক্তিশালী ভবিষ্যতের জন্য প্রতিদিনের রান্নায় প্রধান খাবারগুলিতে এটি পুনঃস্থাপন করা।

# শাওমি ইন্ডিয়া লঞ্চ করল রেডমি ১৫ ফাইভ জি

**কলকাতা:** শাওমি ইন্ডিয়া নিয়ে এল তাদের নতুন রেডমি ফিফটিন ফাইভজি মডেল। এর মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী ১৫ বছর এবং ভারতে ১১ বছরের যাত্রার উদযাপন করবে। ডিভাইসটিতে রয়েছে ৭০০০ এমএএইচ ইভি-গ্রেড সিলিকন-কার্বন ব্যাটারি, ৩৩ ওয়াটের দ্রুত চার্জিং এবং ১৮ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং সুবিধা। এতে রয়েছে ৬.৯-ইঞ্চি ফুল এইচডি+ অ্যাডাপ্টিভ সিঙ্ক ডিসপ্লে, ১৪৪ হার্জ পর্যন্ত রিফ্রেশ রেট এবং ডলবি স্পিকার। স্ন্যাপড্রাগন সিক্স এস জেন থ্রি দ্বারা চালিত, এটি ১৬ জিবি পর্যন্ত র‍্যাম এবং ইউএফএস ২.২ স্টোরেজ অফার করে। ফোনটিতে ৫০এমপি এআই ডুয়াল ক্যামেরা সিস্টেম এবং ৮ এমপি ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে। দাম শুরু হচ্ছে ১৪,৯৯৯ টাকা থেকে, যা ২৮ অগাস্ট থেকে রিটেইলে পাওয়া যাবে।

# মাহিন্দ্রার চারটি বিশ্ব-বিখ্যাত SUV ডিজাইন প্রদর্শন

**হাওড়া:** ভারতের শীর্ষস্থানীয় SUV প্রস্তুতকারক মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড আজ তাদের সম্পূর্ণ নতুন মডুলার, মাল্টি-এনার্জি NU_IQ প্ল্যাটফর্ম উন্মোচন করেছে। নতুন প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে চারটি বিশ্ব-বিখ্যাত ধারণা প্রদর্শন করে কোম্পানিটি তার পরবর্তী প্রজন্মের পণ্যগুলির এক ঝলক উপস্থাপন করেছে।

বিপ্লবী NU_IQ প্ল্যাটফর্মটি মোটরগাড়ি ক্ষেত্রে মাহিন্দ্রার কৌশল থেকে উদ্ভূত উদ্ভাবনের ফলাফল। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ চারটি বিশ্ব-বিখ্যাত SUV ধারণার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে - Vision.S, Vision.T, Vision.SXT এবং Vision.X, যা কোম্পানিটির টার্ন-অন ডিজাইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সত্য থাকার সময় ফাঁকা স্থানগুলিকে সম্বোধন করে - অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি, প্রাণবন্ত কর্মক্ষমতা - অন-ট্যাপ শক্তি, বিশ্বমানের সুরক্ষা, আজকের বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী এবং শক্ত অথচ পরিশীলিত।

কোম্পানিটির অটোমোটিভ বিজনেস (ডেজিগনেট) সভাপতি এবং মাহিন্দ্রা ইলেকট্রিক অটোমোবাইল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর ভেলুসামি বলেন, "NU_IQ বিশ্বব্যাপী মাহিন্দ্রা SUV-এর ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত নীল নকশা। এর মডুলার, বহু-শক্তি স্থাপত্যের মাধ্যমে, এটি আমাদের SUV ডিএনএ-র প্রতি সত্য থাকার পাশাপাশি একাধিক শীর্ষস্থানীয় টুপি এবং পাওয়ারট্রেনে উদ্ভাবনের নমনীয়তা দেয়। এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং একটি নতুন যুগের সূচনা করে।"

অটো ও ফার্ম সেক্টরের প্রধান নকশা ও সৃজনশীল কর্মকর্তা প্রতাপ বোস বলেন, "মুম্বাই এবং ব্যানবারিতে আমাদের গ্লোবাল ডিজাইন স্টুডিওতে ডিজাইন করা NU_IQ SUVগুলি আমাদের HEARTCORE ডিজাইন দর্শনের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।"

অটোমোটিভ বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মাহিন্দ্রা ইলেকট্রিক অটোমোবাইল লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক নলিনীকান্ত গোল্লাগুন্তা বলেন, "NU_IQ ভারতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ডান-বাম-হাত-ড্রাইভ বাজারে মোটরগাড়ি শিল্পের ফাঁকা স্থানগুলিকে ব্যাহত করার জন্য উদ্ভাবন, বিশ্বব্যাপী নকশা এবং উন্নত প্রযুক্তির মিশ্রণ ঘটায়। আমরা এখানে যে চারটি ধারণা প্রদর্শন করছি তা ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তার একটি সাহসী পূর্বরূপ প্রদান করে।"

# এই আয়ুর্বেদিক সুপারফুডগুলোর সাহায্যে বর্ষার ব্রণকে বলুন বিদায়

বৈচিত্র্যময় ঋতু আনে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পরিবর্তন, যা প্রায়শই ত্বকের সমস্যার কারণ হয় যেমন বন্ধ পোর, অতিরিক্ত তেল এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্রণ। আমরা সাধারণত ত্বকের যত্ন পণ্যগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেও খাদ্যের প্রভাবকে অনেক সময় অবহেলা করি। আয়ুর্বেদের মতে, ঋতুমত পরিবর্তন দোষাগুলোর বিশেষ করে বর্ষাকালে বাত এবং পিত্ত দোষকে বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে প্রদাহ এবং ব্রণ, চুলকানি ইত্যাদি ত্বকের সমস্যাগুলো হয়। গরম পানীয় ও তেলে ভাজা খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, সঠিক ত্বকের যত্নের পাশাপাশি খাদ্যের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পুনরুদ্ধার ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে এই ঋতুতে।

আগ্রণী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডা. মধুমিতা কৃষ্ণন পরামর্শ দেন যে, বর্ষাকালে শরীরকে শান্ত রাখতে এবং ত্বকের সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মিষ্টি স্বভাবের ও সামান্য তেলযুক্ত খাবার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা বাত এবং পিত্ত দোষকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। তিনি পাঁচটি আয়ুর্বেদিক সুপারফুডের সুপারিশ করেছেন — পুষ্টিকর বাদাম থেকে শুরু করে ত্রিদোষা সমতুল্য আমলাক পর্যন্ত — যা ব্রণ দূর রাখতে এবং পরিষ্কার ত্বক পেতে সহায়ক।

### বাদাম

বাদাম বর্ষার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আদর্শ, কারণ এগুলোর স্বাদ প্রধানত মিষ্টি। এগুলো বাত এবং পিত্ত দোষকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। বাদাম সামান্য তেলযুক্ত হওয়ায় ত্বককে অভ্যন্তর থেকে পুষ্টি প্রদান করে। এই কারণে বর্ষাকালজুড়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে বাদাম খুবই উপযোগী। প্রকাশিত আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ ও ইউনানি গ্রন্থ অনুসারে, বাদাম ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং ত্বকের দীপ্তি বাড়ায়। বাদাম রাতভর ভিজিয়ে রাখলে হজম ভালো হয় এবং ত্বকের গভীর পুষ্টি নিশ্চিত হয়।

### হলুদ

পদ্মশ্রেণীর প্রজন্ম ধরে মানুষ এই সোনালী মসলাটির জীবাণুনাশক এবং প্রদাহনাশক গুণাবলীর প্রশংসা করে আসছে। এটি হজমকে উন্নত রাখার এবং বাত দোষের ভারসাম্য রক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়, যা ত্বকের জন্য উপকারী। নিয়মিত খাবারে হলুদ অন্তর্ভুক্ত করলে, যা প্রায়শই ব্রণ ও ফুসকুড়ি সৃষ্টি করে এমন প্রদাহ কমানো যায়। হলুদ সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং রক্তকে শুদ্ধ করে।

### আমলা (Indian Gooseberry)

আমলা, যা তিনটি দোষের ভারসাম্য বজায় রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ত্বককে তরুণ এবং পুষ্ট রাখে। শরীর থেকে অমেধ্য অপসারণ করে, এর ডিটক্সিফাইং বৈশিষ্ট্য বর্ষাকালে রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

### নিম

নিমের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং রক্ত পরিশোধনকারী বৈশিষ্ট্য এটিকে ব্রণমুক্ত ত্বকের জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত আয়ুর্বেদিক প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি করে তোলে। নিমের রস নিয়মিত সেবন রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে, যা প্রায়শই ত্বকে ফুসকুড়ি বা ব্রণের কারণ হয়।

### রসুন

রসুনের স্বাদ তীব্র হলেও এটি বাত দোষ ঠিক রাখতে শরীরের ভেতর থেকে কাজ করে। এজন্য যাঁরা প্রাকৃতিকভাবে ত্বক পরিষ্কার রাখতে চান, তাঁদের কাছে রসুন খুবই জনপ্রিয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল — খালি পেটে এক কোয়া কাঁচা রসুন খাওয়ার উপকারিতা নিয়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অনেক প্রশংসা করছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ত্বকের স্বাস্থ্য কেবল বাইরের সৌন্দর্যের বিষয় নয়। আয়ুর্বেদের মতে, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে শরীরের অন্তর থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের মতো বাদাম ও হলুদের মতো মসলা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে, এমন ভেজা মৌসুমেও ত্বক হবে উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

সারসংক্ষেপে, ত্বকের স্বাস্থ্য শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়। আয়ুর্বেদের মতে, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে অন্তর থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম এবং হলুদের মতো উপাদান খাদ্যে যোগ করলে এই বর্ষার ঋতুতেও ত্বক থাকবে সুস্থ ও ঝকঝকে।

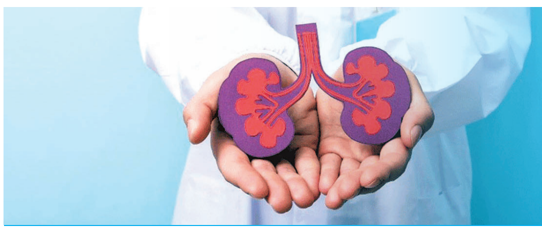

# কিডনি রোগ শুরু হওয়ার আগেই নিরাময়: প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা

ডাঃ শশী কিরণ এ হলেন হায়দ্রাবাদের (সোমাজিগুড়া) যশোদা হসপিটালের একজন কনসালট্যান্ট নেফ্রোলজিস্ট। তিনি বলেন, কিডনিরোগ এখন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের বিষয়, কারণ, কখনও কখনও এটি নীরবে মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে। যতক্ষণ না এটি গুরুতর আকার ধারণ করে বা অপরিবর্তনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়, ততক্ষণ জানা যায় না। বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে (CKD) ভুগছেন, যা হেলথসিস্টেমের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। প্রিভেনটিভ (প্রতিরোধমূলক) নেফ্রোলজি এই বোঝা কমাতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করে, যা প্রাথমিক সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ ব্যবস্থাপনা এবং জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উপর জোর দেয়।

### প্রাথমিক সনাক্তকরণ: একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ

সিকেডিনিরাময়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সনাক্তকরণের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত করা অসম্ভব। লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগেই কিডনির দুর্বলতা সনাক্তকরণ প্রয়োজন, যেখানে রক্তের ক্রিয়েটিনিন পরিমাপ, গ্লোমেরুলার পরিস্রাবণ হার (eGFR) অনুমান এবং প্রোটিনুরিয়া বা অ্যালবুমিনুরিয়ার জন্য প্রস্রাব পরীক্ষার মতো সহজ, সাশ্রয়ী মূল্যের পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত স্ক্রিনিং প্রয়োজন। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিডনি রোগের মতো পারিবারিক ইতিহাস যাদের রয়েছে, সেই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যযুক্ত স্ক্রিনিং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ (CKD) সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে উপসর্গবিহীন থাকে। প্রাথমিক রোগ নির্ণয় কিডনি ফেইলিওরের ঝুঁকি এবং ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কমায়, অবস্থার অগ্রগতি বিলম্বিত বা বন্ধ করার জন্য দ্রুত হস্তক্ষেপ সক্ষম করে।

### ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলির পরিবর্তন: প্রতিরোধের মূলনীতি

প্রিভেনটিভ নেফ্রোলজির মূল ভিত্তিই হল পরিবর্তনযোগ্য ঝুঁকির কারণগুলিকে মোকাবিলা করা। বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের (CKD) দুটি প্রধান কারণ হল- উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস। যা খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন এনে এবং ওষুধ মেনে চলার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনি এবং সোডিয়াম সীমিত করে এমন খাদ্যতালিকাগত কৌশল রক্তে শর্করা এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে, কিডনির কার্যকারিতা রক্ষা করতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, ধূমপান বন্ধ করা এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল ব্যবহার থেকে

ডাঃ শশী কিরণ এ,
কনসালট্যান্ট নেফ্রোলজিস্ট,
যশোদা হসপিটাল,
হায়দ্রাবাদ (মালাকপেট)

বিরত থাকার মাধ্যমে কিডনির রোগ হওয়ার ঝুঁকি আরও কমে যায়। এর পাশাপাশি, প্রতিরোধের জন্য স্থূলতা, ডিসলিপিডেমিয়া (হাই কোলেস্টেরল) এবং মূত্রনালীর সংক্রমণের মতো একাধিক কিডনিতে আক্রমণের কারণগুলির প্রাথমিক চিকিৎসায় যত্নশীল ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। মানুষকে আরও ভালো অভ্যাস গ্রহণ করতে এবং চিকিৎসা পরিকল্পনা মেনে চলতে সাহায্য করার জন্য 'পেশেন্ট এডুকেশন' অপরিহার্য। বিশেষজ্ঞের যত্ন এবং পরামর্শের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুতে অনুগ্রহ করে ৮৯২৯৯৬৭৮৮৬ নম্বরে কল করুন অথবা https://www.yashodahospitals.com/ লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন।

### জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি: সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করা

কিডনির স্বাস্থ্য এবং প্রতিরোধমূলক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রচারণা প্রয়োজন। অনেক মানুষ এখনও এই সত্যটি জানে না যে CKD শরীরে নীরবে বেড়ে ওঠে এবং যদি সঠিক সময় নির্ণয় না করা হয়, তাহলে স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে যা কিডনি-ফ্রেন্ডলিলাইফস্টাইলের পছন্দ, লক্ষণ এবং সূচককে হাইলাইট করবে এবং মেডিকেল ইভালুয়েশনের প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ের তাৎপর্যকে তুলে ধরবে। সরকারি সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার, আইন প্রণেতা এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে যে, বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার, সহজেই উপলব্ধ, সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্যের অ্যাক্সেস পাবে। বৃহৎ পরিসরে, এই উদ্যোগগুলি কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য একটি সক্রিয় পদ্ধতির প্রচার করে এবং কিডনি রোগের ফলাফলে বৈষম্য কমায়, বলেছেন ডাঃ শশী কিরণ।

### হেলথসিস্টেম এবং প্রাথমিক যত্নের সমন্বয়

ডাঃ শশী কিরণ ব্যাখ্যা করেন, সফলতার জন্য প্রিভেনটিভ নেফ্রোলজির স্ট্যান্ডার্ড প্রাইমারিকেয়ারের সঙ্গে সমন্বয় প্রয়োজন। কিডনির ঝুঁকির কারণগুলি মূল্যায়ন ও স্ক্রিনিংয়ের ফলাফল ব্যাখ্যা এবং কিডনি স্বাস্থ্যের বিষয়ে রোগীদের পরামর্শ দিতে,সবার আগে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য, হেলথসিস্টেমে ন্যায়সঙ্গত দামের ওষুধ এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার সহজ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণের জন্য ইলেকট্রনিক হেলথ ইনফরমেশন ব্যবহার করে প্রাথমিক সনাক্তকরণের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উপরন্তু, রোগীরা মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে ঝুঁকির কারণ নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ সহায়তা পেতে পারেন, যেখানে সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ এবং পুষ্টিবিদ জড়িত থাকবেন।

সংক্ষেপে, কিডনি রোগের বোঝা কমাতে প্রাথমিক সনাক্তকরণ, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঝুঁকির কারণ নিয়ন্ত্রণ এবং চলমান জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক প্রতিরোধমূলক কৌশল প্রয়োজন। কিডনি ফেইলিওরের কারণগুলি প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করে এবং সেগুলি মোকাবিলায় সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে CKD-এর অগ্রগতি ধীর করা, জটিলতা কমানো এবং রোগীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী কিডনি রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপের পরিপ্রেক্ষিতে, রুটিন মেডিকেল চেক-আপে এবং জনস্বাস্থ্য বিধিমালায় প্রিভেনটিভ নেফ্রোলজিকে অন্তর্ভুক্ত করা সাশ্রয়ী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনই প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে, আমরা ভবিষ্যতের সুস্থ কিডনি এবং দীর্ঘ ও সুখী জীবন নিশ্চিত করতে পারি। যদি আপনি এই সমস্যাগুলির কোনও একটিরও সম্মুখীন হন, তাহলে বিশেষজ্ঞের যত্ন এবং পরামর্শের জন্য আমাদের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ডাঃ শশী কিরণ এ আগামী ৩০ অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের - বাগডোরায় আমাদের কেন্দ্রে বিশেষ পরামর্শ এবং যত্ন প্রদানের জন্য উপস্থিত থাকবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে, অনুগ্রহ করে ৮৯২৯৬৮৮৬-এ কল করুন অথবা অনলাইনে বুক করুন https://www.yashodahospitals.com/- লিঙ্কে গিয়ে।

# পর্যটন ব্যবসায় নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে ও পর্যটকদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত হল কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজিওন হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। গত ১৯ অগাস্ট মঙ্গলবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় এই কমিটির। ২০২১ সালের কোভিড পরবর্তী সময়ে থমকে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গসহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের পর্যটন ব্যবসা। সেই ব্যবসায় নতুন গতি আনতে উত্তরবঙ্গ, সিকিম, নেপাল ও ভুটানের হোটেল সহ বিভিন্ন পর্যটন ব্যবসায়ীদের যুক্ত করে এই নতুন সংগঠন গঠিত হয়েছে। মোট ৬২ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে এই কমিটি, যার মধ্যে রয়েছে ১৩ জন সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করে স্থানীয় প্রশাসন, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, পর্যটকদের উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়া, পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলির প্রচার ও মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে পর্যটক আকর্ষণ বৃদ্ধি করাই হল এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল তারকা বাইচুং ভুটিয়া। তাঁর উপস্থিতি কমিটির কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উদ্যোক্তারা।

# জল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**নকশালবাড়ি:** দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নিল প্রশাসন। নকশালবাড়ি ব্লকের মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিলারাম এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ হয়ে থাকা পাম্প হাউস পরিদর্শন করলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। গত ১৯ অগাস্ট মঙ্গলবার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তিনি এবং আগামী দিনে স্থানীয় মানুষের স্বার্থে কীভাবে দ্রুত এই পাম্প হাউস কার্যকরী করা যায়, সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সভাধিপতি জানিয়েছেন, পাম্প হাউস চালু হলে এলাকায় দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকট দূর হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বহুবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও এতদিন সমস্যার সুরাহা হয়নি। তবে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এবার তারা আশাবাদী যে, খুব শীঘ্রই পানীয় জলের সমস্যা মিটবে।

# উত্তরবঙ্গে পরিবহণ কর্মীদের অনশন কর্মসূচির ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** বেতন বকেয়া, কর্মী সংকট, চাকরির অনিশ্চয়তা সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে অনশন কর্মসূচির ডাক দিল উত্তরবঙ্গ স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, শিলিগুড়ি জেলা শাখা। ১৯ অগাস্ট মঙ্গলবার শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (এনবিএসটিসি) আর্থিক ও প্রশাসনিক বেহাল অবস্থার জেরে পরিবহণ পরিষেবা প্রায় ভেঙে পড়েছে। মাত্র ৪০০ জন কর্মী নিয়ে চলা এই পরিষেবা অত্যন্ত অপ্রতুল, ফলে সাধারণ যাত্রীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বহু কর্মচারীর দীর্ঘদিনের বেতন বকেয়া রয়েছে। চাকরির নিশ্চয়তা নেই। একইসঙ্গে এনবিএসটিসি-কে বেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টারও অভিযোগ তুলেছে ইউনিয়ন। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং পরিকল্পনার অভাবের জেরে হাজার হাজার পরিবহণ কর্মীর জীবন-জীবিকা আজ সঙ্কটের মুখে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ২১ অগাস্ট থেকে অনশন কর্মসূচিতে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন। উত্তরবঙ্গে পরিবহণ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ যে হারে কমছে, তাতে যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউনিয়নের নেতারা। সংগঠনের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব বকেয়া বেতন পরিশোধ, স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা, পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ এবং পরিবহণ খাতে সরকারি হস্তক্ষেপ বাড়াতে হবে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তারা বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

# কিং কোবরা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ময়নাগুড়ি:** ডুয়ার্সে ফের উদ্ধার হল কিং কোবরা। ২১ অগাস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি ব্লকের যাদবপুর চা বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১২ ফুট লম্বা একটি কিং কোবরা। চা বাগানে কাজ করার সময় আচমকাই বিশাল আকৃতির সাপটিকে দেখতে পান শ্রমিকরা। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাগান জুড়ে। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখেন শ্রমিকরা। বাগান কর্তৃপক্ষ দ্রুত খবর পাঠায় রামসাই মোবাইল স্কোয়াডে। রামসাই মোবাইল স্কোয়াডের তরফে খবর পৌঁছায় ময়নাগুড়ি পিপিএস (পিপল ফর পশু সোসাইটি)-এর কাছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান পিপিএস-এর সদস্যরা। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করা হয়। এরপর সাপটিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

# পালিয়ে বিয়ে, তদন্তে গিয়ে বিতর্কের মুখে এএসআই

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** প্রাপ্তবয়স্ক যুগলের পালিয়ে বিয়ে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়াডাঙ্গা ও শান্তিনগরে। অভিযোগ, তদন্তের নামে বাড়িতে ঢুকে হাঁড়ি-কড়াই থেকে শুরু করে আলমারি, বিছানার চাদর পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েছেন আশিঘর ফাঁড়ির এক এএসআই। তল্লাশির ধরন এবং আচরণে ক্ষুব্ধ ছেলের পরিবার ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭ অগাস্ট রবিবার হাতিয়াডাঙ্গার এক যুবক ও শান্তিনগরের এক তরুণী পরিবারকে না জানিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। পরে এক ভিডিও বার্তায় তাঁরা জানিয়েছেন, স্বেচ্ছায় সংসার শুরু করেছেন। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় তরুণীর পরিবার। অভিযোগ, তাঁরা ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ১৮ অগাস্ট আশিঘর ফাঁড়ির এক এএসআই তদন্তে ছেলের বাড়িতে যান। পরিবারের অভিযোগ, তিনি বাড়ির রান্নাঘর, শোকেস, আলমারি, এমনকি বিছানার চাদর পর্যন্ত তল্লাশি করেন। আপত্তি জানালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ। এমনকি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে, এর আগেও ওই এএসআইয়ের বিরুদ্ধে বিতর্কিত আচরণের অভিযোগ উঠেছিল। এক কলেজ ছাত্রকে এক প্রতিবেশী নাবালিকার সঙ্গে কথা বলার অপরাধে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সোমবার ক্ষুব্ধ পরিবার আশিঘর ফাঁড়ির ওসি পাপ্পু সিংয়ের কাছে অভিযোগ জানাতে যায়।

ওসি আশ্বস্ত করায় তাঁরা লিখিত অভিযোগ জানাননি বলে পরিবার সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই ওই এএসআইয়ের আচরণ নিয়ে একাধিক রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের দফতরে। পুলিশ সূত্রে খবর, নতুন করে তদন্ত শুরু করতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।

# চলতি মাসেই খুলছে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজের সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** পুজোর মরশুমে যাতায়াতের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গবাসী। চলতি মাসের শেষেই খুলে দেওয়া হবে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজের সেতু। সেতুর সংস্কার কাজ প্রায় শেষের পথে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শ্যামা পারভিন। সেতুটি দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকায় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং ডুয়ার্স এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড়সড় প্রভাব পড়ে। কিছুদিন আগে শুধুমাত্র মোটরসাইকেলের জন্য আংশিকভাবে সেতু খুলে দেওয়া হলেও সাধারণ যানবাহনের চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। জেলাশাসক জানান, আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পর্যটক ও স্থানীয়দের যাতায়াতে যেন কোনোরকম সমস্যা না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই দ্রুততার সঙ্গে সেতু মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে চলতি অগাস্ট মাসের মধ্যেই সেতুটি পূর্ণাঙ্গভাবে খুলে দেওয়া হবে। স্থানীয়দের আশা, সেতুটি চালু হলে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে এবং শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় ফিরবে। পুজোর সময় বাড়তি পর্যটকের ভিড় সামাল দিতেও সেতু চালু হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

# গ্রেফতার ব্রাউন সুগার কিং তাইজুল

নিজস্ব প্রতিবেদন

**দিনহাটা:** চার মাস ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভুটানে লুকিয়ে ছিল। তবুও শেষরক্ষা হল না। স্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসার পাতার স্বপ্নই শেষপর্যন্ত ভেঙে গেল। শাশুড়ির ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনই কাল হল কুখ্যাত ব্রাউন সুগার কিং তাইজুল মিয়ার। ১৮ অগাস্ট গভীর রাতে অসম-বাংলা সীমান্তের জোরাই মোড় থেকে তাকে পাকড়াও করল কোচবিহার পুলিশ।

সঙ্গে ধরা পড়ল তার আশ্রয়দাতা ভুটানের নির্মাণ শ্রমিক লতিফর আলম। চলতি বছরের ৮ এপ্রিল শীতলকুচির গোলেনাহাটির পাঠানটুলি গ্রামে তাইজুলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে মেলে ব্রাউন সুগার তৈরির বিপুল সরঞ্জাম। হাতেনাতে ধরা পড়ে ছয়জন মাদক প্রস্তুতকারক। তিনজন মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা, দুইজন আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর, আর একজন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। তবে মূলচক্রী তাইজুল সেদিন পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয় তার খোঁজ।

সূত্রের খবর, সেই সময় ভুটানে পালিয়ে গিয়ে লতিফরের বাড়িতে আশ্রয় নেয় তাইজুল। সেখানে নিয়মিত শাশুড়ির মোবাইলে ফোন করে স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সে। সরাসরি স্ত্রীর নম্বরে কল করলে ধরা পড়তে পারে—এই ভেবে শাশুড়ির ফোনকেই মাধ্যম বানিয়েছিল। কিন্তু ফোন কলের সূত্র ধরেই পুলিশের কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে তার অবস্থান। দীর্ঘ চার মাস আত্মগোপনে থাকার পর এবার ফালাকাটায় স্ত্রীকে নিয়ে নতুন সংসার পাতার পরিকল্পনা করে তাইজুল।

ভুটান থেকে অসম হয়ে কোচবিহারে ঢোকার মুহূর্তেই জোরাই মোড়ে ফাঁদ পাতে পুলিশ। রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরোতেই ধরা পড়ে তাইজুল ও লতিফর। কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) সন্দীপ গড়াই বলেন, “তাইজুল মিয়াকে পুরনো মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।“

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মাদকচক্র চালাত তাইজুল। যুবসমাজকে বিপথে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তার গ্রেফতারের খবরে এলাকায় স্বস্তির বাতাস বইছে। তবে তদন্তকারীরা মনে করছেন, এর পিছনে আরও বড় চক্র সক্রিয় রয়েছে। তাইজুলকে জেরা করেই সেই নেটওয়ার্কের পর্দাফাঁস হতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96